ক্রুসেড বিশ্বকোষ - ২

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

জিনকি সাম্রাজ্যের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

ক্রুসেড বিশ্বকোষ - ২

জিনকি সাম্রাজ্যের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

মূল : ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

অনুবাদক

মহিউদ্দিন কাসেমী

মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ

সালমান আজিজ

মুহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম

সম্পাদক

সালমান মোহাম্মদ

কালান্তর প্রকাশনী

প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০২১

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৫১০, US $ 19, UK £ 14

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ

প্রকাশক

কালান্তর প্রকাশনী

বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার

সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র

ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা

বাংলাবাজার, ঢাকা।

০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

অনলাইন পরিবেশক

রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া

bokharasyl@gmail.com

Zinki Samrajjer Etihas[১ম]

by **Dr. Ali Muhammad Sallabi**

Published by

Kalantor Prokashoni

+88 01711 984821

kalantorprokashoni10@gmail.com

facebook.com/kalantorprokashoni

www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

প্রকাশকের কথা

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবির 'ক্রুসেড বিশ্বকোষ' সিরিজের দ্বিতীয় গ্রন্থ *জিনকি সাম্রাজ্যের ইতিহাস* অনুবাদ প্রকাশের মাধ্যমে কালান্তর প্রকাশনার দুর্গম পথে আরও একধাপ এগিয়েছে—আলহামদুলিল্লাহ।

নিঃসন্দেহে গ্রন্থটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, জিনকিদের সম্পর্কে না জানলে আপনি ক্রুসেড-ইতিহাসের প্রধান চরিত্র ইমামুদ্দিন জিনকি, নুরুদ্দিন জিনকি, সালাহুদ্দিন আইয়ুবি আর শায়খ আবদুল কাদির জিলানির মতো ব্যক্তিদের সম্পর্কে সঠিক ধারণা নিতে পারবেন না। আর তাঁদের ব্যাপারে স্বচ্ছ ধারণা না থাকলে আপনি ক্রুসেড-ইতিহাসের মৌলিক ইতিহাস সম্পর্কে অস্পষ্ট থাকবেন; জানতে পারবেন না কীভাবে ক্রুসেডারদের মোকাবিলা করা হয়েছে, কী কারণে অভিশপ্ত ফাতিমি শাসনের অবসান ঘটানো হয়েছে।

সেলজুকদের পরে আর সালাহুদ্দিন আইয়ুবির আবির্ভাবের আগের এই দীর্ঘ সময়ে ইসলামের জন্য পাহাড়ের মতো দৃঢ়পদ ছিলেন এই জিনকিরা। মুসলিম নারীদের ইজ্জত-আবরুর হিফাজত, গণহত্যা থেকে শিশুদের রক্ষা, জনপদ-মানবসভ্যতা বিরান হওয়া থেকে জিনকিরাই ক্রুসেডারদের রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁরাই বায়তুল মাকদিস উদ্ধারের ভিত রচনা করেছিলেন। গ্রন্থটি পাঠ করলে পাঠক বিস্তারিত জানতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

গ্রন্থটির অনুবাদ ও সম্পাদনার কাজ ছিল আমাদের জন্য বিরাট চ্যালেঞ্জ। গ্রন্থে উল্লেখিত ব্যক্তি, স্থান ও স্থাপনার নামসমূহের প্রাচীন ও আধুনিক সঠিক উচ্চারণ বের করা অনেক ধৈর্যের ও সময়ের কাজ। আমরা সাধ্যের সর্বোচ্চ দিয়ে চেষ্টা করেছি বিশুদ্ধ এবং সাবলীলভাবে আপনাদের কাছে গ্রন্থটি উপস্থাপনের। এ ক্ষেত্রে যোগ্য অনেক মানুষের সময়, মেধা আর শ্রম একাকার হয়েছে।

গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন নবীন-প্রবীণের সমন্বয়ে একঝাঁক প্রতিভাবান অনুবাদক। প্রথম খণ্ডে আছে চারজনের অনুবাদ—বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও কালান্তরের কয়েকটি গ্রন্থের অনুবাদক মহিউদ্দিন কাসেমী, সাহিত্যিক ও আরবি ভাষার শিক্ষক মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ, তরুণ প্রতিভাধর সালমান আজিজ ও মুহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম। দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ করেছেন—মুহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম, আবদুল্লাহ তালহা, মহিউদ্দিন কাসেমী, এম. এ. ইউসুফ আলী ও সালমান আজিজ; তবে উভয় খণ্ডেই সবচেয়ে বেশি অনুবাদ আছে মুহিউদ্দিন কাসেমী ও সালমান আজিজের।

গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন কালান্তরের বহু গ্রন্থের সম্পাদক, লেখক ও অনুবাদক সালমান মোহাম্মদ। সম্পাদনা-সংক্রান্ত প্রয়োজনী আলোচনা তিনি 'সম্পাদকের কথা' শিরোনামে তুলে ধরেছেন। বানান সমন্বয়ে কাজ করছেন মুতিউল মুরসালিন। এ ক্ষেত্রে গ্রন্থটি তিনি দুইবার পড়েছেন—একেবারে শুরুতে এবং শেষে। আমিও দুইবার পড়েছি। আল্লাহ সবার যাবতীয় প্রচেষ্টা কবুল করুন।

অন্যান্য গ্রন্থের মতো এই গ্রন্থেও আমরা বিশেষ কিছু কাজ করেছি। কঠিন এবং দুর্বোধ্য নামের সঙ্গে ব্র্যাকেটে ইংরেজি নামও দেওয়া হয়েছে। কিছু পরিভাষার পরিচিতি দেওয়া হয়েছে। গুরুত্ব বিবেচনায় বিস্তারিত সূচি দেওয়া হয়েছে। বাহুল্য বিবেচনায় কিছু রেফারেন্স বাদ দেওয়া হয়েছে। মনে করুন একই গ্রন্থ আর পৃষ্ঠানম্বর পাশাপাশি থাকলে প্রথমটি বাদ দিয়ে দ্বিতীয়টি রাখা হয়েছে। প্রথমটি রেখে দ্বিতীয়টি বাদ দেওয়া হয়নি! ফলে পূর্বের আলোচনার রেফারেন্সও যে সেটিই, বিজ্ঞ পাঠক তা সহজেই তা বুঝে নেন। বিষয়টি অনেকেই সঠিকভাবে অনুধাবন না করে আমাদের ব্যাপারে অপবাদ ও অভিযোগ তুলছে! ব্যাপারটি খুবই দুঃখজনক।

অনুবাদক এবং সম্পাদকদের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় অনেক টীকা সংযোজন করা হয়েছে। বিশেষ করে যেসব জায়গার পরিচিতি দেওয়া দরকার, সেগুলোতে তা দেওয়া হয়েছে। ফলে কিছু টীকা বাদ দেওয়ার কারণে যে পৃষ্ঠাসংখ্যা কমে যাবে সেই অনুমানও সঠিক নয়। একই গ্রন্থের অনুবাদে কালান্তরের পৃষ্ঠাসংখ্যা কিছুটা কমার কারণ হলো আমাদের নিজস্ব ফন্ট, পৃষ্ঠাসজ্জার অভিনবত্ব ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার; কালান্তরের বই হাতে নিলেই পাঠকের দৃষ্টি কাড়বে উন্নত ডিজাইন, পৃষ্ঠাসজ্জা, ফন্ট ও ছাপা-বাঁধাইয়ে সর্বোচ্চ ব্যতিক্রমী মান!

পাঠকের প্রতি বিনীত অনুরোধ, কোনো ধরনের অসংগতি নজরে এলে আমাদের অবগত করবেন; ইনশাআল্লাহ সংশোধন করে নেব। লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক, ডিজাইনার, বাঁধাইকারীসহ সংশ্লিষ্ট সবার পরিশ্রম আল্লাহ কবুল করুন। সবাইকে উপযুক্ত জাজা দিন। ইসলামের সঠিক ইতিহাস ও মূল্যবোধ উপস্থাপনে গ্রন্থটি আল্লাহ কবুল করুন। আমিন।

আবুল কালাম আজাদ
প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
১৩ অক্টোবর ২০২১

সম্পাদকীয়

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি ইসলাম দ্বারা আমাদের সম্মানিত করেছেন; শ্রেষ্ঠ উম্মাহ ঘোষণা করে নেতৃত্বের আসনে বসিয়েছেন। দুরুদ ও সালাম প্রিয়নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি, হিদায়াতের তারকা সাহাবিগণের প্রতি। স্মরণ করছি ইসলামের পতাকা হাতে দুর্নীবার ছুটে চলা বীরপুরুষদের, তাকবির-ধ্বনিতে যাঁরা আগ্রাসী শক্তির বুকে কাঁপন ধরিয়েছেন, যাঁদের নামে ইতিহাসের পাতা গর্ব করে—আল্লাহ জান্নাতের সর্বোচ্চ আসীনে তাঁদের মর্যাদাবান করুন।

আব্বাসি খিলাফতকালে সূচিত হয় বায়তুল মাকদিস দখলকেন্দ্রিক অনিঃশেষ ক্রুসেড। ইউরোপীয় ফিরিঙ্গিরা ক্রুসেডের নামে বিশ্বমানবতার ওপর যে ধ্বংসযজ্ঞ চালায়—সেটিই ক্রুসেডের ইতিহাসের প্রকৃত গল্প; আর খ্রিস্টবিশ্বের হিংস্রযুদ্ধের মোকাবিলায় যাঁদের নাম আমরা বার বার স্মরণ করি তাঁরা হলেন—ইমামুদ্দিন জিনকি, নুরুদ্দিন জিনকি ও সালাহুদ্দিন আইয়ুবি।

ক্রুসেডের ইতিহাস বুঝতে হলে জিনকিদের উত্থান, নেতৃত্ব ও শাসনকে বুঝতে হবে। কারণ, তাঁরাই মূলত ক্রুসেড মোকাবিলার নেতৃত্ব দিয়েছেন। আব্বাসি খিলাফতকালে আঞ্চলিক শাসনে জিনকিগণ কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন এবং ক্রুসেড মোকাবিলায় নেতৃত্বের প্রধান ভূমিকা পালন করেন—এরই আদ্যোপান্ত উঠে এসেছে *জিনকি সাম্রাজ্যের ইতিহাস* গ্রন্থে। এই গ্রন্থের মাধ্যমে ইসলামি ইতিহাসের এমন একটি অধ্যায় আপনাদের হাতে তুলে দিচ্ছি, যা বাংলাভাষী পাঠকের কাছে এতকাল প্রায় অজানা ছিল।

মূল গ্রন্থটি আরবি ভাষায় রচিত; *আসরুদ দাওলাতিজ জিনকিয়া* নামে আরববিশ্বের বিভিন্ন প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন বিজ্ঞ কজন অনুবাদক; আর আমরা এর নামকরণ করেছি *জিনকি সাম্রাজ্যের ইতিহাস।*

অনুবাদ উপস্থাপনায় সাল্লাবির বক্তব্য যথাযথ তুলে ধরার প্রয়াস চালানো হয়েছে। মূল গ্রন্থ থেকে কোনো অংশ ছুটে না যাওয়ার ব্যাপারে আমরা সতর্ক ছিলাম। সাল্লাবির অনুবাদের ক্ষেত্রে কাটছাঁট বা সংক্ষেপণের কোনো কাজ আমরা করিনি। তবে পাঠের সাবলীলতা রক্ষার্থে বাংলাভাষী পাঠকের অপ্রয়োজনীয় মনে করে কিছু কবিতার অনুবাদ বাদ দেওয়া হয়েছে, যদিও এর পরিমাণ সামান্যই। পাশাপাশি একই গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত

কয়েকটি টীকা থেকে শেষের টীকা রাখা হয়েছে; অনুবাদক ও সম্পাদকের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় কিছু টীকা সংযোজন করা হয়েছে, যা মূল পাঠ বুঝতে সহায়ক হবে।

সম্মানিত পাঠক, আমরা নিরলস চেষ্টা করেছি—মানসম্মত অনুবাদ, গ্রহণযোগ্য ভাষামান, শুদ্ধ বানান, স্থান ও ব্যক্তিদের নামের বিশুদ্ধতা যাচাইপূর্বক একটি নির্ভরযোগ্য অনুবাদ আপনাদের হাতে তুলে দিতে। এ জন্য মূলের সঙ্গে অনুবাদ মেলানো, ভাষা-বানান পরিমার্জন করা, বার বার প্রুফ দেখার মতো কঠিন ধৈর্যের কাজটুকু আমরা করে গিয়েছি। এই কাজে আমাকে সহযোগিতা করেছেন কালান্তর প্রকাশনীর অনুবাদ ও সম্পাদনার সঙ্গে জড়িত বিদগ্ধ কজন। আল্লাহ সবাইকে কবুল করুন এবং এর যথাযথ বিনিময় দান করুন। আমরা দাবি করছি না যে, আমাদের কাজ একেবারে নির্ভুল ও খুঁতহীন। নির্ভুল ও পরিপূর্ণতা তো রাসুলগণের গুণ। আর আমাদের ব্যাপারে তো পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'জ্ঞানের অতি সামান্যই তোমাদের দান করা হয়েছে।' [সুরা বনি ইসরাইল : ৮৫]

প্রিয় পাঠক, অনুবাদ ও সম্পাদনায় যা কিছু সুন্দর ও পরিমার্জিত মনে হবে, তা সব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে। তিনিই সকল প্রশংসার অধিকারী। আর ত্রুটিবিচ্যুতি ও অসংগতির যা-ই গোচরীভূত হবে, সবগুলোর দায় আমাদের। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ক্ষমা করুন; গুনাহের কারণে লাঞ্ছিত না করুন। এই গ্রন্থসংশ্লিষ্ট সবার প্রচেষ্টা কবুল করুন। সকল প্রশংসা আল্লাহর। ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মাদ ওয়া আসহাবিহি আজমায়িন। আমিন।

সম্পাদনা-পরিষদের পক্ষে—

সালমান মোহাম্মদ

১৬ সফর ১৪৪৩; ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২১

ধারাবিবরণী

ভূমিকা ১৭

প্রথম অধ্যায়

ইমাদুদ্দিন জিনকির আত্মপ্রকাশ # ৩৬

প্রথম পরিচ্ছেদ

জিনকি বংশের আদিপরিচয় ৩৭

এক : সুলতান মালিকশাহের কাছে আক সুনকুরের মর্যাদা ৩৮

দুই : হালাবে আক সুনকুরের স্বরাষ্ট্রনীতি ৩৯

তিন : কাসিমুদ্দৌলাহ আক সুনকুরের পররাষ্ট্রনীতি ৪৩

১. তুতুশ সম্পর্কে আক সুনকুরের অবস্থান ৪৬

২. সুলতান বারকিয়ারুকের প্রতি আক সুনকুরের সমর্থন ৪৮

৩. আক সুনকুরের হত্যাকাণ্ড ৫০

চার : ইমাদুদ্দিন জিনকির জন্ম ও পরিবার ৫১

১. জন্ম ৫১

২. পিতার দীক্ষা ৫১

৩. জিনকির মা ৫২

৪. ইমাদুদ্দিনের স্ত্রী ৫২

৫. তাঁর সন্তানাদি ৫৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইমাদুদ্দিনের ব্যক্তিত্ব-বিকাশ ও অগ্রগতি ৫৬

এক : জিনকির বিকাশের নেপথ্য কারণ ৫৬

১. মসুলের আমির কারবুকার কাছে জিনকির সম্মান ৫৬

২. মসুলের গভর্নর আমির জাকারমিশের কাছে জিনকির মর্যাদা ৫৭

৩. মসুলে জাওয়ালি সাকাওয়ার শাসনামলে জিনকি ৫৭

৪. ক্রুসেডে আমির মাওদুদের সঙ্গে জিনকি ৫৮
৫. আক সুনকুর বুরসুকির সেবায় ইমাদুদ্দিন জিনকি ৫৮
৬. সেলজুক সুলতান মুহাম্মাদের ইনতিকালের পর জিনকি ৫৮
৭. জিনকি যখন ওয়াসিত ও বসরার আমির ৫৯
৮. খলিফা মুসতারশিদকে রক্ষার জন্য জিনকি ও বুরসুকির যৌথ চেষ্টা ৬০
৯. সুলতান মাহমুদের খিদমতে ইমাদুদ্দিন জিনকি ৬১
১০. বসরায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জিনকিকে সুলতান মাহমুদের দায়িত্বপ্রদান ৬২
১১. সেলজুক সুলতান ও খলিফা মুসতারশিদের মধ্যে সংঘাত ৬২
১২. জিনকি এখন ইরাকের সর্ব-অধিপতির পদে ৬৩
দুই : ইমাদুদ্দিন জিনকিকে মসুলের শাসক নির্বাচনে ফকিহগণের ভূমিকা ৬৪
১. ইমাদুদ্দিনের কাছে কাজি বাহাউদ্দিন শাহরাজুরির মর্যাদা ৬৬
২. মসুলের আতাবেক পদে ইমাদুদ্দিন জিনকি ৬৭
তিন : ইমাদুদ্দিন জিনকির উজ্জ্বল গুণাবলি ৬৭
১. বীরত্ব ৬৭
২. ইমাদুদ্দিন জিনকির প্রভাব ৬৯
৩. কৌশল ও কূটনীতি ৭১
৪. ইমাদুদ্দিন জিনকির বুদ্ধিমত্তা ৭২
৫. সতর্কতা ও সচেতনতা ৭২
৬. যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচনে তাঁর দূরদর্শী যোগ্যতা ৭৪
৭. উপযুক্ত ব্যক্তির মূল্যায়ন ৭৫
৮. স্থির সিদ্ধান্ত ৭৫
৯. আত্মমর্যাদাবোধ ৭৬
১০. ন্যায়পরায়ণতা ৭৬
১১. ইমাদুদ্দিন জিনকির ইবাদত ৭৮
১২. ইমাদুদ্দিন জিনকির ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কিছু আপত্তি ও জবাব ৭৯
১৩. ইমাদুদ্দিন জিনকির প্রিয় শখ ৮১
চার : জিনকির স্বরাষ্ট্রনীতি ৮৩
১. দুর্গপ্রহরা বা মসুলের নায়িবপদ ৮৩
২. উজারাত (নির্বাহবিভাগ) ৮৭
৩. কর্মচারী ও কর্মচারীদের নীতিমালা ৮৯
৪. দপ্তরসমূহ ৯২
৫. অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি ৯২
৬. প্রত্যাবাসন রাজনীতি ৯৪

পাঁচ : ইমাদুদ্দিন জিনকির সামরিক ব্যবস্থাপনা ৯৫
১. সেনাবাহিনী ৯৫
২. জিনকির উদ্দেশ্য ছিল সুস্পষ্ট ১০৭
৩. সামরিক সামন্তপ্রথা ১০৭
৩. নেতৃত্ব গঠনের রীতি (আতাবেক গঠন) ১১৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আব্বাসি খিলাফত ও সেলজুক সালতানাতের সঙ্গে ইমাদুদ্দিন জিনকির সম্পর্ক ১১৭

এক : ইমাদুদ্দিন জিনকিকে মসুলের শাসকপদ থেকে অব্যাহতির প্রয়াস ১১৮
দুই : সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর পর সেলজুক রাজপরিবারে গৃহদ্বন্দ্ব ১১৯
তিন : সুলতান সানজারের অবস্থান ১২১
চার : মসুল অবরোধ ১২২
পাঁচ : ইমাদুদ্দিন ও সুলতান মাসউদের সম্পর্কের টানাপড়েন ১২৩
ছয় : সুলতান মাসউদের সঙ্গে জিনকির সমঝোতা ১২৫

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উত্তর-শাম ও জাজিরা অভিমুখে ইমাদুদ্দিন জিনকির অগ্রযাত্রা ১২৯

এক : জাজিরায়ে ইবনু উমর ১২৯
দুই : হালাব (৫২২ হি.) ১৩০
তিন : সানজার, খাবুর, হাররান, ইরবিল ও রাকা ১৩২
১. সানজার ও খাবুর ১৩২
২. হাররান দখল ১৩৩
৩. ইরবিল দখল ১৩৩
৪. রাকা দখল ১৩৪
৫.দাকুক ও শাহরাজুর ১৩৪
৬. দক্ষিণাঞ্চলে সাম্রাজ্যবিস্তার ১৩৪
চার : কুর্দিদের সঙ্গে জিনকির সম্পর্ক ১৩৫
১. তিকরিত শাসনকারী বনু আইয়ুব (৫২৬-৫৪১ হি.) ১৩৫
২. কুর্দি হামিদি ১৩৭
৩. কুর্দি হাকারিয়া ১৩৭
৪. কুর্দি মিহরানিয়া ১৩৮
৫. কুর্দি বাশনাবিয়া ১৩৯

পাঁচ : দিয়ারু বকরের স্থানীয় রাজ্যগুলোর সঙ্গে জিনকির আচরণ ১৪০
১. আমিদ দুর্গ অবরোধ ১৪২
২. তিমুরতাশ ও তার চাচতো ভাই দাউদের দ্বন্দ্ব ১৪৩
৩. জিনকি-আরতুকি মিত্রতায় ফাটল ১৪৪
৪. তিমুরতাশ ও দাউদের সম্পর্কের উন্নয়ন ১৪৪
৫. নতুন মিত্রের খোঁজে জিনকি ১৪৪
৬. ইমাদুদ্দিন জিনকির ব্যাপক সামরিক অভিযান ১৪৫
৭. আরমেনীয় সাম্রাজ্য ও ইমাদুদ্দিন জিনকির অবস্থান ১৪৬
ছয় : দামেশকের আমিরগণের সঙ্গে জিনকির সম্পর্ক ১৪৭
১. হামা দখল ১৪৭
২. হিমস দখলের প্রয়াস ১৪৮
৩. দামেশকের শাসকদের সঙ্গে বোঝাপড়া ১৪৯
৪. দামেশক অবরোধ ১৫০
৫. হিমস অভিমুখে নতুন অভিযান ১৫১
৬. দামেশকের শাসকদের সঙ্গে অস্ত্রবিরতি ১৫২
৭. হিমস অবরোধ ১৫২
৮. দামেশকে ইমাদুদ্দিনের নতুন অভিযান ১৫৩
৯. দামেশককের শাসকদের সঙ্গে ক্রুসেডারদের মিত্রতা ১৫৬

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে ইমাদুদ্দিন জিনকির জিহাদ ১৫৮

এক : ইমাদুদ্দিন জিনকির আবির্ভাবের আগে মুসলমান ও ক্রুসেডারদের অবস্থা ১৫৮
দুই : ক্রুসেডারদের সঙ্গে জিনকির রাজনীতি ১৬০
তিন : ইনতাকিয়ায় উত্তরাধিকার সংকট ১৬১
চার : আসারিব বিজয় ১৬১
পাঁচ : বা'রিন বা বারিন দুর্গ ১৬২
১. কবি ইসনুল কায়সারানির ভাষায় জিনকির বারিন বিজয়গাথা ১৬৪
২. কবি ইবনুল মুনির তারাবলিসির ভাষায় জিনকির প্রশংসাগাথা ১৬৬
ছয় : শাম অভিযানে বাইজেন্টাইন সম্রাট ১৬৬
১. অভিযানের প্রেক্ষাপট ১৬৬
২. কিলিকিয়া ও ইনতাকিয়ায় আধিপত্য বিস্তার ১৬৮
৩. হালাব অভিযান ১৬৮
৪. শাইজারের শাসকগোষ্ঠী বনু মুনকিজের পাশে জিনকির অবস্থান ১৭০

সাত : এডেসা বিজয় ১৮২
১. এডেসা সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ১৮৩
২. বিজয়াভিযানের পদক্ষেপসমূহ ১৮৪
৩. এডেসা সাম্রাজ্যে জিনকির রাজনীতি ১৮৫
৪. এডেসা বিজয়ের নিয়ামকসমূহ ১৮৬
৫. এডেসা বিজয়ে ফকিহ মুসা আরমেনির অবদান, সিসিলির ঘটনা ও ইমাদুদ্দিন জিনকিকে মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখা ১৮৭
৬. এডেসা বিজয়ের প্রভাব ১৮৯
৭. ইমাদুদ্দিন জিনকির ব্যাপারে প্রাচ্যবিদ জন লামন্টের অভিমত ১৯১
৮. এডেসা বিজয়ে জিনকির প্রশংসায় তখনকার কবিরা ১৯৫
আট : এডেসা বিজয়পরবর্তী সামরিক অবস্থান ১৯৫
নয় : ক্রুসেডারবিরোধী অভিযানে জিনকির সমরকৌশল ১৯৬
দশ : জিনকির হাত ধরে ইসলামের ইতিহাসের রাজনৈতিক ও সামরিক অর্জন ২০১
এগারো : ইমাদুদ্দিন জিনকির জীবনের শেষ দিনগুলো ২০৩
১. জিনকির রোগমুক্তিতে তাঁকে মোবারকবাদ ২০৩
২. ইমাদুদ্দিন জিনকির হত্যাকাণ্ড ২০৩
৩. ইমাদুদ্দিন জিনকির মৃত্যুতে কবিদের শোকগাথা ২০৭
৪. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়ার* আলোকে ইমাদুদ্দিন জিনকির শাসনামলের বিবিধ তথ্য ২০৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

নুরুদ্দিন জিনকির শাসনামল ও অভ্যন্তরীণ রাজনীতি # ২১০

প্রথম পরিচ্ছেদ

নাম, বংশ, পরিবার ও সাম্রাজ্যের দায়িত্বগ্রহণ ২১১
এক : ইমাদুদ্দিন জিনকির হত্যাকাণ্ডের পর জিনকি সাম্রাজ্যে বিভাজন ২১৩
দুই : জিনকি-পরিবারের অবস্থাবিন্যাস ২১৫
১. প্রথম সাইফুদ্দিন গাজির ইনতিকাল ২১৭
২. কুতবুদ্দিন মাওদুদ জিনকির মসুল শাসন ২১৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নুরুদ্দিন জিনকির প্রধান বৈশিষ্ট্য ২২২
এক : বাস্তববাদিতা ও প্রখর মেধা ২২২
দুই : দায়িত্ববোধ ২২৬

তিন : সমস্যা ও বিপদাপদ সমাধানে দক্ষতা ২২৮
চার : স্থাপত্য ও নির্মাণশিল্পে অনুরাগ ২৩০
পাঁচ : ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা ২৩২
ছয় : মুসলমানদের জন্য ভালোবাসা ২৩৩
সাত : উচ্চস্তরের শারীরিক সক্ষমতা ২৩৭
আট : আধ্যাত্মিকতা ও উচ্চস্তরের দুনিয়াবিরাগ ২৪০
নয় : সাহসিকতা ২৪৬
দশ : তাওহিদের মর্ম অনুধাবন ও আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দুআ করা ২৪৮
এগারো : জিহাদ ও শাহাদাতের প্রতি ভালোবাসা ২৫২
বারো : ইবাদতের প্রতি অনুরাগ ২৫৪
তেরো : দানশীলতা ও বদান্যতা ২৫৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নুরুদ্দিন জিনকির সাম্রাজ্যে সংস্কার-আন্দোলন ২৬৬

এক : শরিয়া বাস্তবায়নের আগ্রহ ২৬৮
দুই : আহলুস সুন্নাহর মূলনীতির আলোকে আকিদাভিত্তিক রাষ্ট্রগঠন ২৭৫
তিন : নুরুদ্দিনের সাম্রাজ্যে ইনসাফ ২৯২
১. দারুল আদল বা উচ্চ আদালত ২৯৫
২. কাজির ডাকে সাড়া ২৯৮
৩. অপবাদ ও ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে শাস্তি না দেওয়া ২৯৯
৪. মৃত্যুর পরে ন্যায়বিচারের প্রভাব ২৯৯
৫. 'আমার দুর্বল ঘাড় এটা বহন করতে পারবে না' ৩০০
৬. নুরুদ্দিনের সাম্রাজ্যে বিচারবিভাগের কর্মচারীগণ ৩০০
৭. কর ও রাজস্ব প্রত্যাহার ৩০৩
৮. তাঁর ইনসাফের ব্যাপারে কিছু কবিতা ৩০৮
চার : নুরুদ্দিনের সাম্রাজ্যে আলিমসমাজের অবস্থান ৩১২
১. আমিরদের ওপর আলিমগণের প্রাধান্য ৩১৪
২. আলিমদের হাদিয়া ও উপহার প্রদান ৩১৫
৩. মাদরাসা নিজামিয়ার আলিমদের গুরুত্বপ্রদান ৩১৬
৪. নুরুদ্দিনের সাম্রাজ্যে আলিমদের হিজরত ৩১৭
৫. দলাদলি থেকে নুরুদ্দিনের দূরত্ব ৩২২
৬. নুরুদ্দিনের শাসনামলে আলিমদের অবদান ৩২৪

পাঁচ : নুরুদ্দিন মাহমুদের আমলে শুরাব্যবস্থা ৩২৭
১. জনগণের মৌলিক বিষয়ে শুরা ৩২৮
২. বিশেষ মজলিসসমূহ ৩২৯
৩. আলিমদের চেনার ক্ষেত্রে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ৩৩১

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নুরুদ্দিন জিনকির প্রশাসনিক ব্যবস্থা ৩৩৪

এক : সুদক্ষ লোক নির্বাচন ৩৩৫
১. আসাদুদ্দিন শিরকুহ ৩৩৫
২. মাজদুদ্দিন ইবনুদ দায়াহ ও তাঁর ভাইয়েরা ৩৩৭
৩. ইমাদুদ্দিন ইসফাহানি ৩৩৮
৪. খালিদ ইবনু মুহাম্মাদ কায়সারানি ৩৪০
৫. মুহাম্মাদ ইমাদি ৩৪১
৬. শায়খ আমির মুখলিসুদ্দিন আবুল বারাকাত ৩৪১
৭. আবু সালিম ইবনু হাম্মাম হালাবি ৩৪২
দুই : নুরুদ্দিনের সাম্রাজ্যের প্রধান পদ ও বিভাগসমূহ ৩৪২
১. নায়িব ৩৪২
২. উজির ৩৪২
৩. মুসতাওফি ৩৪৩
৪. আমিরুল হাজিব ৩৪৪
৫. ওয়ালি ৩৪৫
৬. শাহানাহ ৩৪৫
৭. কাজি ৩৪৬
তিন : জিনকি প্রশাসনের ইসলামি সাজে সজ্জিত হওয়া এবং রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বের পরিপূর্ণতা ৩৪৭
১. বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের পরিপূর্ণতা ৩৪৮
২. শুরার ওপর নির্ভরশীলতা ও একক সিদ্ধান্ত না নেওয়া ৩৪৮
৩. প্রতিক্রিয়া ও ব্যক্তিগত স্বার্থের ওপর জনস্বার্থের প্রাধান্য ৩৪৯
৪. সাহায্য ও ভ্রাতৃত্বের মাধ্যমে দায়িত্ব আদায়ে আত্মনিয়োগ ৩৪৯
৫. দুনিয়াবিরাগিতা, অল্পেতুষ্টি ও জনস্বার্থে সম্পদ ব্যয় ৩৪৯
৬. ব্যাপক নিরাপত্তা, ইনসাফ ও জনসাধারণের অধিকারসমূহের পবিত্রতা রক্ষা ৩৫১

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সামাজিক সেবাসমূহ ৩৫৩

এক : জিনকি সাম্রাজ্যের আয়ের উৎস ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ৩৫৩

নুরুদ্দিন জিনকির অসামান্য কিছু কীর্তি ৩৫৩

১. সামরিক জায়গির ৩৫৩

২. জাকাত, ভূমি ও নিরাপত্তা-কর ৩৫৮

৩. গনিমত ও মুক্তিপণ ৩৫৮

৪. ইমাদুদ্দিনের রেখে যাওয়া সম্পদ এবং ভাইয়ের পরিবর্তে নুরুদ্দিনের প্রাপ্তি ৩৫৯

৫. জনগণের বিপুল পরিমাণ আমানত ৩৬০

৬. অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা ৩৬১

৭. রাষ্ট্রের জনকল্যাণকর কাজে বিত্তবানদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ৩৬২

৮. শান্তি ও মৈত্রীচুক্তি ৩৬২

৯. আব্বাসি খলিফার সমর্থন ৩৬৩

১০. কৃষিনীতি ৩৬৩

১১. শিল্পখাত ৩৬৪

১২. বাণিজ্যিক সেক্টর ৩৬৫

১৩. বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ নীতি ৩৬৯

১৪. কর মওকুফ করা ৩৭২

দুই : সামাজিক সেবামূলক কার্যক্রমে অর্থব্যয়ের কর্মপদ্ধতি ৩৭৯

নুরুদ্দিন জিনকির যুগে জনসেবামূলক উল্লেখযোগ্য কিছু প্রকল্প ৩৮০

১. স্বাস্থ্যখাত (হাসপাতাল) ৩৮০

২. মসজিদ ৩৮৫

৩. স্কুল ও মাদরাসা ৩৯৩

৪. দারুল হাদিস বা হাদিসচর্চার বিদ্যালয় ৪০৬

৫. খানকা ও নির্জনবাস পালন-কক্ষ ৪০৯

৬. মকতব ৪১৫

৭. গ্রন্থাগার ৪১৭

৮. ইয়াতিম ও বিধবাদের ব্যয় নির্বাহ ৪১৭

৯. নগরায়ণ ও দুর্গ নির্মাণ ৪১৮

১০. বন্দিদের মুক্তকরণ ৪২০

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর। আমরা তাঁর কাছে সাহায্যপ্রার্থনা করি। প্রার্থনা করি হিদায়াত ও মাগফিরাত। আশ্রয় চাই তাঁর কাছেই আত্মার প্রবঞ্চনা ও মন্দকাজের অনিষ্ট থেকে। আল্লাহ যাকে পথপ্রদর্শন করেন, কেউ তাকে বিপথগামী করতে পারে না; আর যাকে তিনি বিপথগামী করেন, তাকে কেউ সুপথে আনতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এক আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, নেই তাঁর কোনো অংশীদারও। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো, তাহলে তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করে দেবেন, ক্ষমা করে দেবেন তোমাদের পাপরাশি। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করবে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য লাভ করবে। [সুরা আহজাব : ৭০-৭১]

হে আল্লাহ, প্রশংসা করছি যতক্ষণ-না তুমি সন্তুষ্ট হচ্ছ। প্রশংসা তোমার তুমি সন্তুষ্ট হলেও। প্রশংসা করছি তোমার সন্তুষ্টিলাভের পরও।

এ গ্রন্থটি রাসুল ﷺ-এর জীবনী, খিলাফতে রাশিদার যুগ, উমাইয়া ও সেলজুক সালতানাতের বিবরণীগ্রন্থসমূহের সম্প্রসারিত অংশ। এ সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহের মধ্যে সিরাতুন নবি [বিশুদ্ধ ঘটনার আলোকে বিশ্লেষণধর্মী নবিজীবনী] *আবু বকর সিদ্দিক, উমর ইবনুল খাত্তাব, উসমান ইবনু আফফান, আলি ইবনু আবি তালিব, হাসান ইবনু আলি রা. প্রকাশিত হয়েছে। আরও প্রকাশের আলো দেখছে উমাইয়া খিলাফতের ইতিহাস, মুআবিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান, উমর ইবনু আবদুল আজিজ, সেলজুক সাম্রাজ্যের ইতিহাস, উসমানি খিলাফতের ইতিহাস, মুরাবিত ও মুওয়াহহিদ সাম্রাজ্যের ইতিহাস, ফাতিমি-উবায়দি সাম্রাজ্যের ইতিহাস, সানুসি আন্দোলনের সুফল ও কুরআনুল কারিমের আলোকে বিজয় ও সাহায্যপ্রাপ্তির রহস্য।*[১]

[১] সাল্লাবি রচিত উল্লিখিত প্রায় সকল গ্রন্থ কালান্তর প্রকাশনী থেকে বিশুদ্ধ ভাষায় অনূদিত ও সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। — সম্পাদক।

আমি এর নাম রেখেছি, *জিনকি সাম্রাজ্যের ইতিহাস* [বাতিনি ফিতনা ও ক্রুসেড-আগ্রাসনের প্রতিরোধে নুরুদ্দিন মাহমুদ শহিদের নেতৃত্বে ইসলামি সাফল্যের ইতিবৃত্ত], যা উম্মাহ ও ক্রুসেডের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আল্লাহর দরবারে তাঁর সুন্দর নামসমূহ ও গুণের অসিলায় প্রার্থনা করছি, তিনি যেন গ্রন্থটির সুন্দর সমাপ্তির তাওফিক দান করেন এবং এটি যেন হয় একান্ত তাঁর সন্তুষ্টি কামনায়। প্রতিটি গ্রন্থই যেন হয় বরকতময় ও গ্রহণযোগ্য। আমাদের তাওফিক দিন একনিষ্ঠভাবে তাঁর সন্তুষ্টি কামনার। আর তিনি আমাদের কাঙ্ক্ষিত ইতিহাস-বিশ্বকোষ সম্পন্ন করার তাওফিক দিন।

গ্রন্থটিতে আলোচনা করা হয়েছে জিনকিদের ইতিহাস। তাঁদের বংশধারা, তাঁদের দাদা আক সুনকুরের আলোচনা, সুলতান মালিকশাহের দরবারে তাঁর অবস্থান, হালাবের (আলেপ্পো) অভ্যন্তরীণ ও বাহিরের রাজনীতিতে তাঁর প্রভাব ও সেখানের শাসক হিসেবে নিযুক্তির বিবরণ। আলোচনা করা হয়েছে ইমাদুদ্দিন জিনকির বেড়ে ওঠার কথা। তাঁর রাজনৈতিক উত্থানের উপাখ্যান ও মসুলের আমির হিসেবে তাঁর নিযুক্তির পেছনে বাহাউদ্দিন শাহরাজুরির ভূমিকা। তুলে ধরা হয়েছে বীরত্ব, প্রভাব, কূটনীতি, বিচক্ষণতা, বুদ্ধিমত্তা, উপযুক্ত লোক নির্বাচনে তাঁর দক্ষতা, বন্ধুদের প্রতি বিশ্বস্ততা, ন্যায়পরায়ণতা, ইবাদত, ব্যক্তিত্বসহ তাঁর গুণাবলির নানাবিধ বিবরণ।

আলোচনা করা হয়েছে তাঁর অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কৌশল, প্রশাসনিক ও সামরিক ব্যবস্থাপনার বিবরণ নিয়ে। আব্বাসি খিলাফত ও সেলজুক সালতানাতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, শামের উত্তরাঞ্চল ও জাজিরার দিকে তাঁর অগ্রযাত্রা, তিকরিতের শাসকগোষ্ঠী বনু আইয়ুবের মতো কুর্দিদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, কুর্দি হামিদিয়া, আকারিয়া, মিহরানিয়া ও বাশনাবিয়া সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। তুলে ধরা হয়েছে দিয়ারু বকরের স্থানীয় শাসকদের সঙ্গে তাঁর আচরণ। পারস্পরিক বোঝাপড়া বা অবরোধ আরোপ কিংবা রাজনৈতিকভাবে দামেশক দখলের প্রয়াসের বিবরণ। আমি এ গ্রন্থে আরও আলোচনা করেছি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে তাঁর জিহাদের উপাখ্যান। তুলে ধরার চেষ্টা করেছি তাঁর আগমনপূর্ব ওই অঞ্চলে মুসলমানদের অবস্থা। ক্রুসেডারদের সঙ্গে তাঁর রাজনীতি, বিভিন্ন কেল্লা ও দুর্গ বিজয়ের বিবরণ। ক্রুসেডার আগ্রাসনের মোকাবিলায় মুসলিমশক্তিকে এক মঞ্চে আনতে তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার বিবরণ। আরও উল্লেখ করেছি বাইজেন্টাইন ও ক্রুসেডার অবরোধের মুখোমুখি হওয়া শাইজার সাম্রাজ্যের বনি মুনকিজের পাশে দাঁড়ানোর বাস্তবতা। হানাদারদের মোকাবিলায় তাঁর সাহসী ভূমিকা ও তাদের বিরুদ্ধে গ্রহণ করা মনস্তাত্ত্বিক ও বাহ্যিক কৌশলের বিবরণ; যেভাবে তিনি কৌশলে শামের ক্রুসেডার ও রোমান বাইজেন্টাইন সম্রাটদের দ্বন্দ্বে হাওয়া দিয়েছিলেন। আর এ ক্ষেত্রে অনন্য সফলতা অর্জন করেছিলেন; ফলে বাইজেন্টাইন সম্রাট শাইজার

অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য হয়। সকল প্রশংসা আল্লাহর; আর এভাবেই ইমাদুদ্দিন জিনকির সামরিক তৎপরতা সফলতার মুখ দেখে।

বাইজেন্টাইন ও ক্রুসেডারদের মধ্যে সম্পর্কের অধঃপতন ছিল এই অভিযানের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব। ফলে তারা পরবর্তী কয়েক বছর ওই অঞ্চলে জিনকির বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেনি। এরপর জিনকি তাঁর পরিকল্পিত একক মুসলিমশক্তি গঠনে মনোযোগ দেন, এর দ্বারা ক্রুসেডারদের চূড়ান্ত মোকাবিলা সম্ভব হয়। তখনকার কবিরাও তাঁর শাইজার প্রতিরক্ষা অভিযানের প্রশংসাগাথা রচনা করেছেন, যেমন : কবি ইবনুল কাসিম হামাবি তাঁর কবিতায় বলেন,

> *হে মহান সম্রাট, আপনার সুদৃঢ় মানসিকতার সামনে সব বাধা ও বিপদ যেন বশ্যতা স্বীকার করে।*
>
> *আপনি কী দেখেছেন! রোমান কুকুর যখন বুঝেছে, তার ক্ষমতা অচিরেই হস্তচ্যুত হবে,*
>
> *ফিরিঙ্গিরা আপনার কাছে কী ক্ষমা প্রার্থনা করে; অথচ আপনি তাদের মূলোৎপাটনের অধিপতি,*
>
> *আপনার তরবারি যখন কারও ওপর ঝলসে উঠে, প্রথমেই সেটি তার মুণ্ডুপাত করে।*

মহান আল্লাহর অশেষ দয়া ও অনুগ্রহে জিনকি ক্রুসেডারদের হাত থেকে এডেসা[৭] সাম্রাজ্য জয় করতে সক্ষম হন। এই সাম্রাজ্য ক্রুসেডার সেনাপতি প্রথম বল্ডউইনের হাত ধরে ৪৯১ হিজরি—১০৯৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর মুসলমানদের হাতে এটি বিজয় হয় ৫৩৯ হিজরিতে। ইমাদুদ্দিন জিনকির এডেসা বিজয়ের পেছনে বেশ কিছু নিয়ামক ভূমিকা রাখে; তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক ছিল তাঁর সময়ে জিহাদের প্রাণসঞ্চার এবং এ ক্ষেত্রে মুসলমানদের অভিজ্ঞতা অর্জন। পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতাসমূহ প্রমাণ করে এডেসা সাম্রাজ্যই ক্রুসেডারদের অধিকৃত এমন প্রথম সাম্রাজ্য হওয়ার সম্ভাবনাময় ছিল, যা মুসলমানদের হাতে বিজিত হতে পারে। আর মসুলের আমিরদের তরফে পরিচালিত টানা চার দশকের আগ্রাসন এডেসাকে ধীরে ধীরে পতনের দিকে ঠেলে দেয়; সেই বছর যার চূড়ান্ত পতন নিশ্চিত হয়।

এর সঙ্গে যোগ করতে হয় জিনকির সামরিক বিচক্ষণতার কথা। তিনি এই ক্রুসেড সাম্রাজ্যে এমন সময়ে হানা দেন, যখন ক্রুসেডাররা তাঁর ব্যাপারে পুরোপুরি নিরুদ্‌বিগ্ন ছিল। তারা ভেবেছিল হয়তো তিনি তাদের ওপর আক্রমণ করবেন না; আর তখনই

[৭] বর্তমান (তুর্কি) নাম সানলিউরফা (Şanlıurfa)। আরবি নাম আর-রুহা। বর্তমান গ্রিসে এডেসা নামেও প্রাচীন একটা জায়গা আছে। — সম্পাদক।

তিনি সেখানের শাসক দ্বিতীয় জোসেলিনের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তিনি চূড়ান্ত আঘাত হেনে শহরটি দখল করে নেন। এভাবেই এই মহান সেনানায়ক উপযুক্ত সময়ে সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

ইমাদুদ্দিন জিনকি এডেসা বিজয়ের মাধ্যমে তাঁর দীর্ঘ শাসনামলজুড়ে ক্রুসেডারবিরোধী অভিযানগুলোর সেরা সফলতা অর্জন করেন। তাঁর এই বিজয় মুসলমান ও খ্রিষ্টবিশ্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ফল বয়ে আনে। যেমন :

১. জিহাদের তৎপরতা ততদিনে শক্তপোক্ত হয়। সামরিক ও রাজনৈতিকভাবে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। আমির মাওদুদ ইবনু তুনতাকিনসহ জিনকিপূর্ব মুসলিম বীরসেনানীদের সাফল্যগাথাসমূহ বিস্মৃত না হয়ে তাঁরা আরও শক্তিশালী হন—আজ মুসলমানদের হাতে প্রথম কোনো ক্রুসেডার সাম্রাজ্যের পতন হয়েছে, আজ এডেসার পতন হয়েছে, আগামী দিনে আরও বহু শহরের পতন হবে। বাস্তবে হয়েও ছিল তা-ই। এখন আর তাদের পেছনে ফিরে তাকাতে হবে না; এখন সময় সামনে এগিয়ে যাওয়ার।

২. মুসলিম ভূখণ্ডে ইসলামবিরোধী ক্রুসেডারশক্তি কখনো স্থায়িত্ব পেতে পারে না। কেননা, সঠিক তাওহিদি চেতনায় বিশ্বাসী প্রজন্ম কখনো এমন বহিরাগত রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তিকে বরদাশত করে না। আর উত্তর-ইরাকে এভাবেই এই মনোভাবের বিস্তার ঘটতে থাকে। আর এডেসা সাম্রাজ্যকে এশিয়া মাইনরের সেলজুক সাম্রাজ্য ও রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে ক্রুসেডীয় অস্তিত্বের বিভেদের দেয়াল হিসেবে গণ্য করা হয়নি; এটি পারস্যের জন্যও বাধার প্রাচীর ছিল না।

৩. এডেসা বিজয়ের মাধ্যমে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী শক্তির উত্থানের যে নমুনা দৃশ্যমান হয়, পশ্চিমারা এই রাজনৈতিক উত্থান মেনে নিতে পারছিল না। তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিতে ও মসুলের নেতৃত্বের প্রস্তুতিদৃষ্টে সেখানে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন অনুভব করে; এর জন্য ৫৪২ হিজরিতে দ্বিতীয় ক্রুসেডের সূচনা হয়, যা ছিল বাস্তবে পশ্চিমাদের এডেসা পরাজয়ের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া। আর এই ঘটনাচক্র আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, ইসলামি যুদ্ধের মহানায়করা কীভাবে পরাশক্তির মোকাবিলা করেছিলেন। তাঁরা শুধু সীমিত ক্ষমতার অধিকারী স্থানীয় শক্তি হয়ে টিকে থাকার প্রয়াস চালাননি; বরং বৈশ্বিক শক্তির অংশ হিসেবে নিজেদের সামর্থ্য প্রমাণ করে ইতিহাসে নিজেদের অবস্থান নিশ্চিত করেন। সে সময়ের প্রখ্যাত কবিরাও জিনকির এডেসা বিজয়ের বিজয়গাথা রচনা করেছেন।

বস্তুত এডেসা বিজয় ছিল পরবর্তী বিজয়ের সদর দরজা। তারপর ইমাদুদ্দিন জিনকির জন্য তাঁর পরিকল্পনামাফিক এই সাম্রাজ্যের অধীন কেল্লাগুলো হস্তগত করা তেমন কষ্টসাধ্য ছিল না। তিনি ক্রুসেডারদের দুর্বলতার সুযোগ নেন; আর নিজের পরিকল্পনার বহুলাংশ বাস্তবায়নে সক্ষম হন। তিনি নিজেকে ইসলামের ইতিহাসে একজন ঝানু রাজনীতিবিদ, শক্তিশালী সেনানায়ক ও ন্যায়পরায়ণ মুসলিম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সফল হন। ক্রুসেডারদের পক্ষ থেকে মুসলিমবিশ্বের প্রতি ধেয়ে আসা বিপদের গতিপ্রকৃতি অনুধাবনে সক্ষম হন। ফলে নিজের বিচক্ষণতায় ইতিহাসের গতি মুসলমানদের অনুকূলে প্রবহমান করতে পেরেছেন। এটি সম্ভব হয়েছিল মুসলিমবিশ্বকে দ্বিধাবিভক্তি থেকে উদ্ধার করে ঐক্যবদ্ধ শক্তিরূপে গড়ে তোলার মাধ্যমে। একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তোলার মাধ্যমে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে নিজের সর্বোচ্চ শক্তি ব্যয় করে তাঁর পরিকল্পনার যথাসাধ্য বাস্তবায়ন করেন। তাঁর এসব পরিকল্পনার মধ্যে বিশেষ ছিল একক মুসলিমশক্তি গঠন ও ক্রুসেডারদের ওপর আক্রমণ। ইমাদুদ্দিন জিনকিকে প্রথম এমন সেলজুক সেনাপতি গণ্য করা হয়, যিনি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অধীনে মুসলিমশক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করেন; তিনি বিশেষ অভিযানের মাধ্যমে ক্রুসেডারদের বাড়ন্ত শক্তি রুখে দিতে সক্ষম হন। অথচ তাঁর পূর্ববর্তীদের অভিযানগুলো এই আগ্রাসন থামাতে পারেনি। বিশেষত ৫০২—৫০৭ হিজরিতে মাওদুদ ইবনু তুনতাকিনের সময়ে এবং ৫১৮—৫২০ হিজরিতে ইলগাজি ও বালাক আরতুকিদের আমলে পরিচালিত অভিযানগুলো।

ইমাদুদ্দিন জিনকি তাঁর পরবর্তীদের জন্য স্বাধীনতা-সংগ্রামের রূপরেখা তৈরি করে যান। তাঁর পরবর্তী সময়ে নুরুদ্দিন মাহমুদ ও সালাহুদ্দিন আইয়ুবি তাঁর দেওয়া রূপরেখার বাস্তবায়ন করেন। ইমাদুদ্দিন জিনকির তিরোধানের পর নেতৃত্বের আসনে আসীন হন তাঁরই পুত্র মহান সম্রাট প্রসিদ্ধ সাহসী শার্দূল নুরুদ্দিন মাহমুদ শহিদ। আমি এ গ্রন্থে তাঁর জীবনবৃত্তান্ত উল্লেখ করেছি। তুলে ধরেছি তাঁর ভাই সাইফুদ্দিন গাজির সঙ্গে জিনকি-পরিবারের উত্তরাধিকার বণ্টনে তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্কের বিবরণ এবং একক শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ; যার পরিপ্রেক্ষিতে গাজি সাইফুদ্দিন শাসক নিযুক্ত হন মসুলের; আর নুরুদ্দিন মাহমুদ আমির হিসেবে দায়িত্ব নেন হালাবের। বিশদভাবে আলোচনা করেছি নুরুদ্দিন জিনকির ব্যক্তিত্ব, তাঁর দায়িত্বসচেতনতা, ক্রুসেডারদের হাত থেকে মুসলিম ভূখণ্ড উদ্ধারের আকুলতা, আল্লাহর দরবারে হিসাবের মুখোমুখি হওয়ার অনুভূতি ও ইমানি চেতনার বিবরণ। আর এই সত্যিকারের ইমানি চেতনার ফলে তাঁর চরিত্রে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের ছটা প্রতিবিম্ব হয়। তিনি ইসলামের সঠিক অনুভব ও আল্লাহর ইবাদতের বাস্তব ধারণা লালন করতেন। তাঁর ব্যক্তিত্বে অসাধারণ বহু গুণ ও উত্তম আদর্শের মিশেল বিশাল সফলতার দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছিল; একাগ্রতা,

বুদ্ধিমত্তা, দায়িত্বসচেতনতা, বিপদের মুখে অবিচল থাকার প্রবণতা, স্থাপত্য নির্মাণের ঝোঁক, ব্যক্তিগত সামর্থ্য, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা, মানুষের প্রিয়পাত্র হওয়া, শারিরিক সক্ষমতা ও দুনিয়াবিমুখ হওয়ার কথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আমি আরও আলোচনা করেছি জিহাদের প্রতি তাঁর আকুলতা ও শাহাদাতের জন্য তীব্র ব্যাকুলতার কথা। ইতিহাসবিদ ইমাদুদ্দিন ইসফাহানি বলেন, আমি একবার সফর মাসে নুরুদ্দিনের দরবারে দামেশক উপস্থিত হই। তাঁর দরবারে তখন আলোচনা হচ্ছিল দামেশকের সুন্দর প্রকৃতি ও মনোরম আবহাওয়া নিয়ে। উপস্থিত সবাই এর প্রশংসা করি ও নিজেদের মুগ্ধতার কথা বলি। নুরুদ্দিন জিনকি তখন বলেন, 'জিহাদের অনুরাগ আমাকে এর মুগ্ধতা ভুলিয়ে দিচ্ছে, তাই আমি এদিকে মনোযোগ দিতে পারছি না।' যখন তিনি মসুলে প্রবেশ করেন, ২০ দিন পরেই মসুল থেকে বেরিয়ে যান। তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে বলেন, 'আমরা তো জানি আপনি মসুলে থাকতে ভালোবাসেন; অথচ আপনি দ্রুত মসুল ছেড়ে এসেছেন?' উত্তরে তিনি বলেন, 'সেখানে আমার মন বিষিয়ে আসছে। যদি আমি তা ছেড়ে না আসি, তাহলে আমার ওপর অবিচার হয়ে যাবে। আর সেখানে থাকলে জিহাদে অংশগ্রহণ বাধাগ্রস্ত হয়।' তিনি শাহাদাতের প্রতি পরম অনুরাগী ছিলেন। কামনা করতেন পরকালে যেন আল্লাহ তাঁর দেহ হিংস্র প্রাণী ও পাখির পেট থেকে উত্থিত করেন।

গ্রন্থটিতে আমি উল্লেখ করেছি তাঁর ইবাদতে নিমগ্ন থাকার কিছু বিবরণ; তিনি রাতের অধিকাংশ সময় সালাতে প্রভুর সান্নিধ্যে কাটাতেন। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত অত্যন্ত একাগ্রতার সঙ্গে জামাআতে আদায় করতেন। সব ব্যাপারেই আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে দুআ করতেন। দানশীলতার জন্যও প্রসিদ্ধ ছিলেন। মসজিদ-মাদরাসা-হাসপাতাল নির্মাণ, ইয়াতিম-বিধবাদের সাহায্য-সহযোগিতাসহ সামাজিক বিভিন্ন অঙ্গনে তাঁর দান ছিল লোকমুখে প্রসিদ্ধ। সে সময়কার কবি-সাহিত্যিকরা তাঁর এসব অনুদানের প্রশংসাগাথা রচনা করে তাঁকে অমর করে তুলেছিলেন।

আমি কলমের আঁচড়ে তুলে ধরেছি নুরুদ্দিন জিনকির সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারমূলক কাজের বিবরণ। পাঠকের সামনে তুলে ধরেছি কীভাবে তিনি উমর ইবনু আবদুল আজিজকে নিজের আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে সে অনুযায়ী শাসনকাজ পরিচালনা করেছেন। তিনি তাঁর উন্নয়নমূলক কাজের জন্য উমরের সংস্কারমূলক অভিজ্ঞতা গুরুত্বের সঙ্গে মূল্যায়ন করতেন। উম্মাহর জাগরণে তাঁর ছিল অনন্য ভূমিকা। তাই রাষ্ট্র-ব্যবস্থাপনায় তাঁর অনুসরণের লক্ষ্যে তাঁর জীবনী পাঠে আগ্রহী হওয়া উচিত। নুরুদ্দিন তাঁর রাষ্ট্র-ব্যবস্থাপনায় উমর ইবনু আবদুল আজিজের সংস্কারমূলক কর্মপন্থার বাস্তবায়ন করেন। তাঁর আমলের গৃহীত সংস্কারমূলক কাজের মধ্যে ছিল :

১. শরিয়তের নীতিমালা বাস্তবায়নে অনুরাগ

তিনি ইসলামের সেবা ও বাস্তব জীবনে ইসলামি মূল্যবোধের বাস্তবায়নকে তাঁর শাসনব্যবস্থার মূল দর্শন বানান। অনন্য সাহসিকতার সঙ্গে ইসলামি শাসনের যথাযথ বাস্তবায়নের প্রতি সবাইকে আহ্বান করেন। এ ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য ছিল, আমরা চোর-ডাকাত থেকে সড়কের নিরাপত্তা নিশ্চিত করি, তাহলে কেন শরিয়তের হিফাজত করব না? শরিয়তের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিষয়াবলি থেকে শরিয়তকে নিরাপদ রাখব না? তিনি আরও বলেন, আমরা শরিয়তের পাহারাদার, শরিয়তের নীতিমালার বাস্তবায়ন করি। তিনি ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা বাস্তবায়ন করেন; খাওয়াপরাসহ অন্যান্য কাজে হারাম পরিহারের প্রথার জাগরণ ঘটান। তখনকার অধিকাংশ শাসক জাহিলি ধ্যানধারণা লালন করতেন। তাদের অনেকের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ইন্দ্রিয়পূজা। ন্যায়-অন্যায়ের ভেদাভেদ তাদের ছিল না। সে সময়ে তিনি শরিয়তের বিধিবিধান পালনে দীপ্তিমান সূর্যের ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেন। আর অন্য শাসকরাও তাঁর অনুসরণ শুরু করেন। তিনিও তাঁদের এই প্রচেষ্টা সাদরে গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর সকল কর্মকর্তাকে সৎকাজ পালন ও মন্দকাজ পরিত্যাগের কঠোর নির্দেশনা দেন। অশ্লীলতা ও মদপান পরিত্যাগের নির্দেশনা দেন তাদের। পুরো সাম্রাজ্যে মাদক বেচাকেনার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। সন্দেহপূর্ণ কর্মকাণ্ড পরিত্যাজ্য বলে ঘোষণা করেন। শরিয়তের গণ্ডির বাইরের যাবতীয় কার্যকলাপ বন্ধ করেন। নিষেধাজ্ঞা অমান্যকারীদের কঠোর শাস্তিবিধান করেন। সকল মানুষ তাঁর দৃষ্টিতে সমান বলে বিবেচিত হতো।

তিনি উম্মাহর সন্তানদের আহ্বান করে বলেন, হে আমার ভাইয়েরা, হে ইসলামের সন্তানেরা, হে উম্মাহর জাগরণের সেনানীরা, শরিয়াকে যথাযোগ্য সম্মানের স্থানে আসীন করতে আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থাপনায় একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। আর ইতিহাস অধ্যয়নকারীর সামনে সমাজে আল্লাহর মনোনীত জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সুফলের প্রভাব সুস্পষ্ট। এসব প্রভাবের মধ্যে পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার, নিরাপত্তা, স্থায়িত্ব, আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত সাহায্য, মহাবিজয়, সম্মান ও মন্দের বিমোচন সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা খুলাফায়ে রাশিদার জীবনকাল আর উমর ইবনু আবদুল আজিজ, ইউসুফ ইবনু তাশফিন ও মুহাম্মাদ আল ফাতিহের সাম্রাজ্যে এসব সুফলের প্রত্যক্ষ দেখা পাই। এটিই আল্লাহর নীতি, আর আল্লাহর নীতির কোনো পরিবর্তন নেই। তাই প্রত্যেক মুসলিম শাসকের জন্য এই উদ্দেশ্য অর্জনে প্রচেষ্টা করে যাওয়া উচিত। যতই কঠিন ও দূরবর্তী হোক, আল্লাহ তাকে এই উদ্দেশ্যের গন্তব্যে একটা সময় পৌঁছে দেবেন। আর এমন করে আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের প্রভাবের দেখা মিলবে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে। আমরা এর দেখা

পাব নুরুদ্দিন মাহমুদ জিনকির জীবনকাল ও তাঁর শাসনামলের বিবরণে।

এই উম্মাহর ইতিহাসে মহান আল্লাহ তাঁদেরই বিভিন্ন মহান কর্মযজ্ঞ সম্পাদনের সৌভাগ্যে ভূষিত করেছেন, যাঁরা তাঁর জন্য একনিষ্ঠ হয়েছে, শরিয়া প্রতিষ্ঠায় নিবিষ্ট হয়েছে, তাঁর সন্তুষ্টির প্রত্যাশী হয়েছে এবং তাঁকে সকল বিবেচনায় ঊর্ধ্বে রেখেছে। মহান আল্লাহ বলেন,

> অতএব তোমার রবের কসম, সে লোক ইমানদার হবে না, যতক্ষণ-না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদ-বিসম্বাদের ভার তোমার ওপর ন্যস্ত না করে; এরপর তোমার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তাদের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়। [সুরা নিসা : ৬৫]

কবি আহমাদ রাফিক মাহদাবি লিবি বলেন,

> *যখন আল্লাহ কোনো বান্দার আত্মাকে ভালোবাসেন, তখন তার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহগুলো ফুটে ওঠে।*
>
> *আর যখন কোনো তাপসের মধ্যে আল্লাহর প্রতি একাগ্রতা থাকে, তখন সকল আত্মা নিজের অজান্তেই তাঁর প্রতি অনুরাগী হয়।*

২. আহলুস সুন্নাতের আকিদার পৃষ্ঠপোষকতা

তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের মূল বিশ্বাস হিসেবে আহলুস সুন্নাতের আকিদাকে গ্রহণ করেছেন। সুন্নাহর বাস্তবায়ন ও বিদআতের মূলোৎপাটনের মাধ্যমে উম্মাহর জাগরণের স্বপ্ন দেখতেন। ইবনু কাসিরের ভাষায়, নুরুদ্দিন জিনকি তাঁর সাম্রাজ্যে সুন্নাহর বাস্তবায়ন তৈরি ও বিদআতের মূলোৎপাটন করেন। তিনি মুআজ্জিনদের 'হাইয়া আলাস সালাহ' ও 'হাইয়া আলাল ফালাহ' সংযোগে আজানের নির্দেশ দেন। তাঁর পিতা ও দাদার শাসনামলে আজানে এই বাক্যদুটির পরিবর্তে 'হাইয়া আলা খাইরিল আমাল' বলা হতো। কেননা, তখন রাফিজি মতবাদের জয়জয়কার ছিল।

নুরুদ্দিন জিনকি তাঁর সব কাজে রাসুল ﷺ-এর সুন্নাহর অনুসরণ করতেন। তাঁর শাসনামলের সবচেয়ে বড় সফলতা ছিল মিসরের ফাতিমি সাম্রাজ্যের পতন। নুরুদ্দিন জিনকি কর্তৃক পরিচালিত ধারাবাহিক বিভিন্ন অভিযানের ফলে মুসলমানরা তাদের অনিষ্ট থেকে মুক্তি পায়। তিনি মিসরের ফাতিমি-উবায়দি খিলাফতের অধিকৃত অঞ্চলকে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারী আব্বাসি খিলাফতের অধীন বলে ঘোষণা করেন। আব্বাসি খলিফার কাছে পাঠানো চিঠিতে নুরুদ্দিন জিনকি ফাতিমি-উবায়দি সাম্রাজ্যের ব্যাপারে নিজের অভিব্যক্তি তুলে ধরেন। তিনি খলিফাকে মিসর

বিজয় ও নাস্তিক-রাফিজি-বিদআতি সরকারের পতনের সুসংবাদ প্রদান করেন। তিনি বলেন, দীর্ঘ ২৮০ বছর শয়তানের অনুসারীদের দখলে থাকার পরও মহান আল্লাহ মুসলমানদের সেটি বিজয়ের সামর্থ্য দান করেছেন। সেখানে দু-ধরনের অপরাধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে—কুফর ও বিদআত। মহান আল্লাহ আমাদের তাওফিক দিয়েছেন নাস্তিকতা ও রাফিজি মতবাদকে উৎখাত করে সেখানে সঠিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে।[৩] ইনশাআল্লাহ এই গ্রন্থে পাঠক ফাতিমি সাম্রাজ্যের উৎখাতে নুরুদ্দিন জিনকির গৃহীত কৌশলী পদক্ষেপগুলোর বিস্তারিত বিবরণ জানতে পারবেন।

নুরুদ্দিন জিনকি নিজামিয়া মাদরাসার ফাজিলদের কাজে লাগান। তিনি তাঁর শাসনামলে স্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে তাঁদের নিয়োগ দেন। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতবাদ প্রতিষ্ঠা, শিয়া-রাফিজি মতবাদের উৎখাত ও কুরআন-সুন্নাহর আলো ছড়াতে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা দেন। তিনি একটি দর্শন, ঐতিহ্য ও আকিদার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুদূরপ্রসারী প্রকল্প গ্রহণ করেন। পুরো সাম্রাজ্যের জনসাধারণের কল্যাণেই এটি প্রণয়ন করা হয়। তিনি হানাফি, শাফিয়ি, হাম্বলি ও মালিকি মাজহাবের পাশাপাশি আহলুল হাদিস ও সুন্নি মতবাদের অনুসারী সুফিদের সমদৃষ্টিতে দেখতেন। শিয়া ও রাফিজি মতবাদের মোকাবিলায় আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিস্তীর্ণ অঙ্গনে তাঁদের সবাইকে সমানভাবে আন্দোলিত করেন। নুরুদ্দিন জিনকি তাঁর এই প্রকল্পের অধীনে মকতব, মাদরাসা, মসজিদ, সরাইখানাসহ বহু সামাজিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। নুরিয়া সাম্রাজ্যের মুসলমানদের কুরআন-সুন্নাহর আলোয় আলোকিত করতে এসব প্রতিষ্ঠানকে সব ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন। শামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাঁর এই প্রচেষ্টাগুলো সফলতার মুখ দেখে। হালাবের কথাই ধরা যাক, সেখানে নুরিয়া সাম্রাজ্যের নেতৃবৃন্দ ও তাঁর পরবর্তী শাসকগণ তাঁর অনুসরণে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন। ফলে কিছু সময়ের ব্যবধানে হালাব, যেটি শিয়া ইমামিয়া ও ইসমাইলি মতবাদের দুর্গ হিসেবে বিবেচিত হতো, তা এখন আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের কেন্দ্র পরিগণিত হতে শুরু করে।

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ইজ্জুদ্দিন ইবনু শাদ্দাদ (মৃত্যু ৬৮৪ হিজরি) তখনকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সংখ্যা হিসাব করেছেন। তাঁর মতে, তখন সেখানে ৫৪টি মাদারাসা ছিল। এসব প্রতিষ্ঠানে চার মাজহাবের অনুসরণে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা করা হতো। তন্মধ্যে ২১টি প্রতিষ্ঠান ছিল শাফিয়িদের, ২২টি হানাফিদের আর তিনটি ছিল মালিকি ও হাম্বলিদের। এর বাইরে ৮টি প্রতিষ্ঠান ছিল আহলুল হাদিসের অনুসারীদের; সুফিদের ৩১টি খানকা ছিল। এসব প্রতিষ্ঠান সমাজে কাঙ্ক্ষিত ফল আনয়নে সক্ষম হয়। ফলে ৬০০

[৩] *আল-জিহাদ ওয়াত তাজদিদ* : ১৩০ সূত্রে *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*।

হিজরির আশপাশে এ অঞ্চল থেকে ইসমাইলি বাতিনি মতবাদ পরিপূর্ণরূপে বিতাড়িত হয়। শিয়া ইমামিয়ারা নিজেদের মতবাদ লুকিয়ে রাখতে বাধ্য হয়; এমনকি তারা প্রকাশ্যে শিয়া মতবাদের বিরোধিতা ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতবাদের পক্ষপাতিত্ব করতে শুরু করে। আর এটি সম্ভব হয় মহান আল্লাহর অনুগ্রহে। তিনি মহান সংস্কারক নুরুদ্দিন ও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলা পরবর্তী নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টাকে সফলতার মুখ দেখান, যাঁরা সে অঞ্চলে ব্যাপক পরিমাণে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতবাদ প্রতিষ্ঠায় অসংখ্য মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন, সেখানে নিয়োগ দেন যোগ্যতম শিক্ষকদের। সেসব মাদরাসার ব্যয় নির্বাহে উদার হস্তে দান করেন। ফলে সেসব অঞ্চল থেকে শিয়া মতবাদ চিরতরে বিদায় নেয় এবং আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব বিবরণ থেকে আমরা উম্মাহর চেতনায় সঠিক ইসলামের জাগরণ তৈরি করতে আকিদা, দর্শন ও ঐতিহ্যের তারবিয়াতের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারি।

নুরুদ্দিন জিনকির সংস্কার-পরিকল্পনার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক ছিল, তাঁর প্রচেষ্টাগুলো নিজামিয়া মাদরাসার প্রকল্পের পরিশিষ্ট বলে গণ্য করা যায়। ফলে নিজামিয়া মাদরাসার সুফলগুলোও তাঁর অনুকূলে যায়। এর মাধ্যমে তৈরি হয় একদল আলিমে রাব্বানি, যাঁরা সুন্নি মতবাদের প্রবর্তনে নিজেদের উজাড় করে দেন, এর বিজয়ে ভূমিকা রাখেন।

৩. ন্যায়প্রতিষ্ঠা

ইমাদুদ্দিন জিনকির সংস্কারকার্যগুলোর অন্যতম ছিল তাঁর ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রবণতা। তিনি ন্যায়প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত ছিলেন। সাম্রাজ্যের তাবৎ জনগণ তাঁর ন্যায়পরায়ণ শাসনের সুফল উপভোগ করত। তিনি এই অঙ্গনে এতটাই প্রসিদ্ধ হন, সামসময়িকদের মধ্যে যার দৃষ্টান্ত মেলা ভার। ন্যায়পরায়ণতা যেন তাঁর নামেরই অংশে পরিণত হয়েছিল; আর তাই তাঁকে 'আল মালিকুল আদিল' নামে অভিহিত করা হতো। কবি-সাহিত্যিকরাও তাঁর এই গুণের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। ইমাদ ইসফাহানি তাঁর শাসনামলের প্রশংসায় বলেন,

> *হে ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী, যাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ভয়ংকর সাপ ও বন্য গরু একত্রে বসবাস করে,*
>
> *তিনি প্রশংসিত, তাঁর শাসনকালও প্রশংসার উপযুক্ত, ন্যায়পরায়ণ শাসনে যেন তাঁর শাসনকাল খিলখিলিয়ে হাসে।*

৪. আলিমগণের পৃষ্ঠপোষকতা

সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি তাঁর শাসনামলে আলিমগণের পৃষ্ঠপোষকতা দিতে বিভিন্ন

প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। আমিরদের চেয়ে আলিমদের প্রাধান্য দিতেন এবং তাঁদের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করতেন। তিনি বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের স্বনামধন্য আলিমদের তাঁর সাম্রাজ্যে আসার জন্য উদ্‌বুদ্ধ করতেন। বহু আলিম বক্তব্য, কলম ও তরবারির মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে ক্রুসেডারবিরোধী জিহাদে অংশ নিয়েছিলেন, যার বিস্তারিত বিবরণ গ্রন্থটিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

এভাবেই সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি তাঁর সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক কাজকর্ম গুছিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি নিজস্ব আঙ্গিকে তাঁর সাম্রাজ্যের কার্যক্রম পরিচালনা করতেন; আর তা ছিল ইসলামি ব্যবস্থাপনার অনুসরণ। প্রশাসনিক কাজে তিনি শুরাপদ্ধতি অবলম্বন করেন; মোটাদাগে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা থেকে দূরে থাকতেন এবং যেকোনো সিদ্ধান্তের ব্যাপারে জনসাধারণের স্বার্থের বিবেচনা করতেন। তাকওয়া, জনসাধারণের জন্য অর্থব্যয়, জনসাধারণের নিরাপত্তা, বাকস্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকারের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। আমি এই গ্রন্থে তাঁর সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক কাজকর্মের বিবরণ নিয়ে আলাদা একটি অধ্যায় রচনা করেছি। সেখানে বিজিত অঞ্চলের জমিদারি, জাকাত, খাজনা, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, যুদ্ধবন্দি বিনিময়লব্ধ সম্পদ ও তাঁর পিতা ইমাদুদ্দিন জিনকির কোষাগার থেকে প্রাপ্ত বিশাল সম্পদসহ তাঁর কোষাগারের সকল আমদানিখাতের বিবরণ তুলে ধরেছি। আলোচনা করেছি রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ইমাদুদ্দিন জিনকির সততা ও বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবস্থাপনার ছাপের বিবরণ নিয়ে। এর পাশাপাশি আলোচনা করেছি তাঁর সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার ফলে বাণিজ্যিক কাজকর্মের উন্নতি, ধনীদের অর্থলগ্নি এবং শত্রুদের পক্ষ থেকে সংগৃহীত অর্থের ধারাবাহিক সমৃদ্ধির কথা। তুলে ধরেছি আব্বাসি খিলাফতের পক্ষ থেকে জিনকি সাম্রাজ্যের পৃষ্ঠপোষকতা, সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নতির লক্ষ্যে তাঁর গৃহীত কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প-নীতিমালার বিবরণ।

ইমাদুদ্দিন জিনকি কৃষক, ব্যবসায়ীসহ অর্থনীতিতে অবদান রাখা ব্যক্তিদের বিশেষভাবে মূল্যায়ন করতেন। তিনি রাষ্ট্রের অর্থনীতির চালিকাশক্তি মজবুত করতে বড় বড় ব্যবসায়ীকে নির্বিঘ্নে বাণিজ্য চালিয়ে যেতে সহযোগিতা করতেন; যার মাধ্যমে বৈধ খাত থেকে বিপুল করের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কোষাগার সমৃদ্ধ হতো। আর সেটি ছিল এমন সময়ে, যখন মুসলিমরা ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। বড় ব্যবসায়ীরা অতীতের চেয়ে তাঁর শাসনামলে বেশি সুবিধা পেতেন। নুরুদ্দিন জিনকি যখন দামেশকে প্রবেশ করেন, তখন তিনি ব্যবসায়ীদের সমাবেশ করে তাদের সাহস জোগানোর প্রয়াস চালান। তাদের সামনে তখন নিজের বাণিজ্যিক নীতিমালা তুলে ধরেন। আবার ব্যবসায়ীরা নুরিয়া সাম্রাজ্যের সঙ্গে বায়তুল মাকদিস সাম্রাজ্যের অস্ত্রবিরতি চুক্তির ফলেও সুবিধাপ্রাপ্ত হন।

নুরুদ্দিন জিনকির শরিয়াভিত্তিক অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ নীতি ছিল, অযথা করের বোঝা লাঘব করা। তিনি তাঁর শাসনকালের শুরু থেকে এই নীতির প্রবর্তন করেন। ধীরে ধীরে তিনি সামসময়িক বিভিন্ন শাসকের পক্ষ থেকে আরোপ করা অস্বাভাবিক কর ও খাজনা মওকুফ করে সাধারণ প্রজ্ঞাপন জারি করেন। আর এই মওকুফের ফলে মওকুফের হারের সমানুপাতিকভাবে তাঁর জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। তিনি তাঁর অধীন কর্মকর্তাদের জন্য এই প্রজ্ঞাপনের অন্যথা করলে কঠিন শাস্তির হুমকি দিয়ে ঘোষণা দেন, 'যে এটি লঙ্ঘন করবে তাকে পদচ্যুত করা হবে; যে এসব অবৈধ কর আদায় করবে, তাকে হত্যা করা হবে; আর যে এটি পড়বে বা তার সামনে পড়া হবে, সে যেন এর যথাযথ অনুসরণ করে; আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পে যেন এই আদেশের বাস্তবায়ন করে।' ফলে স্বভাবতই মানুষের মধ্যে উদ্যম ফিরে আসে। ব্যবসায়ীরা নির্বিঘ্নে তাদের বাণিজ্যিক কার্যক্রম চালাতে থাকে; ফলে আগের অবৈধ করের চেয়ে বহুগুণ বেশি বৈধ খাজনা আদায় হতে থাকে।

নুরুদ্দিন মাহমুদ জিনকি সামাজিক অঙ্গনে সেবামূলক ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেন। তিনি জনগণের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের পাশাপাশি তাদের চিন্তাদর্শ বিনির্মাণ, মানসিক উন্নতির ব্যবস্থাপনা, নগরব্যবস্থাপনার উন্নতিসহ জনসাধারণের কল্যাণমূলক বহু প্রকল্প গ্রহণ করেন। বিভিন্নভাবে এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হতো। কখনো তিনি সরাসরি জনসাধারণের মধ্যে অর্থ ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিতরণ করতেন; আবার কখনো বন্দিদশা থেকে তাদের মুক্তিসহ বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজে সহযোগিতা করতেন। এর বাইরে চিকিৎসাকেন্দ্র, সরাইখানা, ইয়াতিমখানা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাদিসচর্চাকেন্দ্র, পুল, কালভার্ট, বাজার, সড়ক, পরিখা, নগরপ্রাচীর নির্মাণসহ নগরব্যবস্থার উন্নতিসাধনে কাজ করতেন। এর পাশাপাশি নুরুদ্দিন জিনকির আমলে ওয়াকফ-ব্যবস্থাপনাও উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। পাশাপাশি জনসাধারণের কল্যাণে নিয়োজিত বিভিন্ন সংস্থার জন্যও আলাদা বরাদ্দ দেওয়া হয়।

ক্রুসেডের আলোচনায় আমি বিশেষভাবে যে বিষয়গুলোর বিবেচনা করেছি, ইমাদুদ্দিন ও নুরুদ্দিন জিনকির অর্জিত বিজয়সমূহের পেছনে বেশ কিছু নিয়ামক অবদান রাখে। তন্মধ্যে কিছু ছিল খিলাফতকেন্দ্রিক; আর কিছু ছিল জাতীয় ও মন্ত্রণালয়কেন্দ্রিক। এই সময়ে আব্বাসি খিলাফত তার কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে সক্ষম হয়; যেমনটা সেলজুক সালতানাতের শুরুর দিকে ছিল। এভাবে আব্বাসি খিলাফতের পরিচালনা-বিভাগ ইয়াহইয়া ইবনু হুবায়রার মতো প্রাজ্ঞ ও তাকওয়াবান উজিরের ছোঁয়া পায়। আব্বাসি খিলাফতের রাজধানী বাগদাদে তখন শায়খ আবদুল কাদির জিলানির মতো আধ্যাত্মিক সাধকরা জনসাধারণের মধ্যে ইসলাহি দাওয়াতের কার্যক্রম পরিচালনা

করতেন। ফলে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক আত্মিক উন্নতি সাধিত হয়। আর মহান সাধকদের সংস্পর্শে জনসাধারণের মধ্যে আল্লাহমুখী হওয়ার প্রবণতা তৈরি হয়। তাদের মনে আল্লাহর প্রেম ও অনুরাগের অনুভূতি জাগ্রত হয়; তারা উচ্চ মনোবলে বলিয়ান হয়। আল্লাহর প্রতি সঠিক বিশ্বাস, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের প্রবণতা, সঠিক একত্ববাদ ও বিশুদ্ধ ধর্মানুভূতির সৃষ্টি হয়। শায়খ জিলানির ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে এসব ইসলাহি জাগরণ তৈরি হয়। তিনি এমন একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সক্ষম হন, যেটি জিনকি প্রশাসনের সঙ্গে মিলে ধর্মবিশ্বাস, চিন্তাদর্শন, অর্থনৈতিক, সামাজিক বিভিন্ন অঙ্গনে প্রচুর অবদান রাখতে সক্ষম হয়; যেটি শামে ক্রুসেডারিবরোধী যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। আর শায়খ জিলানি ইসলাহ ও সংস্কারের অঙ্গনে তাঁর পূর্বসূরিদের বিশেষত ইমাম গাজালির দর্শনাবলি দ্বারা হৃদ্ধ হন। তিনি তাঁদের দর্শনসমূহকে জনসাধারণ ও সাধারণ ছাত্রদের বোধগম্য ভাষায় উপস্থাপন করেন। তাই বলা যায় শায়খ জিলানি ছাত্র ও অনুরাগীদের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক উন্নতিসাধনে পরিপূর্ণ পরিকল্পনা নেন।

তিনি সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের দায়িত্ব সম্পর্কে তাদের সচেতন করে তোলেন। শায়খ জিলানির ব্যবহারিক কর্মপন্থাও ছাত্র-অনুরাগীদের মধ্যে তাসাওউফ-সাধনার যোগ্যতা তৈরিতে ভূমিকা রাখে। তাঁর এসব কার্যক্রম বিবেচনায় বলা যায়, তিনি বহু ক্ষেত্রে ইমাম গাজালির দর্শনের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত ছিলেন।[৪]

জিনকি ও আইয়ুবি শাসনামলে উম্মাহর জাগরণে শায়খ জিলানি ও তাঁর মাদরাসার অবদান ছিল অনস্বীকার্য। জিলানি রাহ. আকিদা-দর্শন ও ফিকহিভাবে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের পরিপূর্ণ অনুসারী ছিলেন। রাফিজি ও বাতিনি মতবাদের বিরুদ্ধে অবদান রাখার পাশাপাশি হানাদার ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদের অঙ্গনে উম্মাহকে অনুপ্রাণিত করতে তিনি প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেন। ইবনু তাইমিয়া শায়খ আবদুল কাদির জিলানির ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি তাঁকে সঠিক পথের অনুসারী তাসাওউফের প্রসিদ্ধ ইমামগণের অন্যতম হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করার ওপর গুরুত্বারোপ করতেন। বিদগ্ধ বহু আলিম তাঁর এই কাজের প্রশংসা করেন। তাঁর সামসময়িক অনেক শায়খ তাঁর শরিয়তের পাবন্দি, ভালোকাজে আদেশ ও মন্দকাজে নিষেধের প্রবণতার প্রশংসা করেন। তিনি ছিলেন মনস্কামনা ও মানবিক দুর্বলতাসমূহ পরিত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সৃষ্টিকারী শায়খগণের অন্যতম।[৫]

গ্রন্থটির শেষ অধ্যায়ে আমি আলোচনা করেছি ইমাদুদ্দিন জিনকির পররাষ্ট্রনীতি, আব্বাসি খলিফা মুকতাফি লি-আমরিল্লাহ, উজির ইয়াহইয়া ইবনু হুবায়রা, খলিফা মুসতানজিদ

[৪] *হাকাজা জাহারা জিলু সালাহুদ্দিন, আল-জিহাদ ওয়াত তাজদিদ* : ৩৩৯ সূত্রে।

[৫] *ফাতাওয়া ইবনু তাইমিয়া* : ১০/৪৮৮।

বিল্লাহ ও মুসতাজি বিল্লাহর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের বিবরণ নিয়ে। আলোচনা করেছি দ্বিতীয় ক্রুসেডের মোকাবিলায় নুরুদ্দিন জিনকি ও তাঁর ভাই সাইফুদ্দিনের প্রতিরোধযুদ্ধ সম্পর্কে। তুলে ধরেছি হানাদারদের হাত থেকে দামেশক রক্ষায় তাঁদের অবদান ও যুদ্ধের পরিণতি সম্পর্কে। উল্লেখ করেছি তাঁর দামেশক দখলের কৌশল সম্পর্কে। তিনি কেমন আচরণ করেছিলেন শাম, জাজিরা ও আনাতোলিয়ার শাসক-পরিবার ও মুসলিমশক্তিগুলোর সঙ্গে। কেমন ছিল ক্রুসেডারদের সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক আচরণ। বায়তুল মাকদিস, এডেসা, ইনতাকিয়া (এন্টিয়ক) ও ত্রিপোলি সাম্রাজ্যের সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক সম্পর্কই-বা কেমন ছিল। উঠে এসেছে তাঁর পরিচালিত যুদ্ধাভিযানগুলোর আলোচনা ও তাঁর বিজিত দুর্গগুলোর বিবরণ। বাইজেন্টাইন সম্রাটের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। বায়তুল মাকদিস ও ইনতাকিয়ার সাম্রাজ্যের সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে বাইজেন্টাইনদের গঠন করা মিত্রজোটে ফাটল ধরাতে তাঁর কূটনীতির বিবরণ। এর মাধ্যমে তিনি তাঁর সাম্রাজ্যকে উভয় দিকে দুই শত্রু তথা দক্ষিণে ক্রুসেডার ও উত্তরে বাইজেন্টাইনদের মাধ্যমে বেষ্টিত হওয়া থেকে উদ্ধারের প্রয়াস চালান। আর কূটনৈতিক অঙ্গনে বাইজেন্টাইনদের দক্ষতা ছিল স্বতঃসিদ্ধ। একইভাবে নুরিয়া সাম্রাজ্যের সঙ্গে আব্বাসি, ফাতিমি ও বায়তুল মাকদিস সাম্রাজ্যের সঙ্গেও তাঁর সুসম্পর্ক ছিল। অর্থাৎ এসব অঞ্চলের ক্রুসেডার ও মুসলিম সকল বৃহৎ শক্তির সঙ্গেই তাঁর কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল।

নুরুদ্দিন জিনকি শত্রুর মোকাবিলায় বিশাল বাহিনী প্রস্তুত ও যুদ্ধের জন্য তাদের উদ্‌বুদ্ধ করায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি তাঁর অসাধারণ দক্ষতাবলে বাইজেন্টাইন ও ক্রুসেডার মিত্রজোটের মধ্যে ফাটল ধরাতে সক্ষম হন। আবার ক্রুসেডার বাইজেন্টাইন ও রোমান সেলজুকদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে তিনি ভারসাম্য বজায় রাখেন। এ ক্ষেত্রে তিনি রোমান সেলজুকদের বেছে নেন। কারণ, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, রোমান সেলজুকরা আলাদা সাম্রাজ্যের আকার ধারণ করেছে, যারা নুরুদ্দিন জিনকির কর্মসূচিতে অংশ নেবে না; উলটো তাঁর শত্রুদের পক্ষাবলম্বন করবে। নুরুদ্দিন জিনকি নুরিয়া সাম্রাজ্য ও বাইজন্টাইনদের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে উভয় পক্ষের সংঘাত বন্ধে সক্ষম হন। ফলে নুরিয়া সাম্রাজ্যের ইসলামি কর্মসূচিগুলো দুর্বলতা ও ফাটল থেকে মুক্ত থাকে। তবু নুরিয়া সাম্রাজ্যের এসব কর্মসূচি সফলতার মুখ দেখত না, যদি মহান আল্লাহ না চাইতেন; আর তাঁকে বিশাল কার্যকারী সেনাবাহিনীর মাধ্যমে শক্তি না জোগাতেন, যে বাহিনীর মাধ্যমে তিনি ৫৫৯ হিজরি—১১৬৪ খ্রিষ্টাব্দে হারিমের যুদ্ধে বাইজেন্টাইন-ক্রুসেডার-আরমেনীয় মিত্রজোটকে পরাজিত করেন।

মনে রাখতে হবে, হানাদারদের সফল মোকাবিলার জন্য কুরআন-সুন্নাহ ও খুলাফায়ে রাশিদিনের আদর্শের বিশুদ্ধ উৎসমূহ থেকে সংগৃহীত শুদ্ধ ধর্মবিশ্বাস ও দর্শনের সমন্বয়ে

জাগরণী কর্মসূচি-ভিন্ন কোনো উপায় নেই। এর মাধ্যমেই উম্মাহর সকল শক্তিকে একীভূত করতে হবে। এর প্রয়োজন এমন রাব্বানি নেতৃত্বের, যা পুরো উম্মাহকে একসুতোয় গেঁথে দিতে পারবে। যে নেতৃত্ব পুরো সমাজের মানবিক শক্তি ও ঐশীসক্ষমতা পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে উম্মাহর উত্থান ও উৎকর্ষে ব্যবহার হবে। সকল বাধাবিপত্তির জাল ছিন্ন করে তাদের নিয়ে যাবে বিজয়ের আসনে। সর্বসাধারণের মধ্যে জাগরণ ঘটাবে আশার আলোর। তাদের উদ্‌বুদ্ধ করবে নিজেদের ইমান ও ধর্মীয় মূল্যবোধ ধরে রাখতে। পার্থিব লালসা ত্যাগ করে ত্যাগের মহিমাকে লালন করতে। উম্মাহর মধ্যে হিম্মত ও মনোবল সমুন্নত করতে। আমাদের মনে রাখতে হবে মহান আল্লাহর বাণী—

> যদি তোমরা আঘাতপ্রাপ্ত হও, তবে তারাও তো তোমাদের মতোই আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। আর তোমরা আল্লাহর কাছে যা আশা করো, তা তারা করে না। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাবান। [সূরা নিসা : ১০৪]

আমি এই গ্রন্থে আরও আলোচনা করেছি নুরুদ্দিন জিনকির রণকৌশল-দর্শন সম্পর্কে। বাতিনি ও ক্রুসেডারদের মোকাবিলায় দায়িত্বশীলদের যোগ্যতা-প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে। জনসাধারণের উন্নয়ন এবং শত্রুর ধ্বংসসাধনে তাঁর সামরিক রণকৌশল সম্পর্কে।

শেষ অধ্যায়ে আলোচনা করেছি ফাতিমি সাম্রাজ্যের সঙ্গে ইমাদুদ্দিন জিনকির আচরণ সম্পর্কে। সেখানে তুলে ধরেছি শিয়া ইসমাইলিদের শিকড় ও ফাতিমি সাম্রাজ্যের উত্থান সম্পর্কে। বিবরণ দিয়েছি উত্তর-আফ্রিকায় তাদের ঘৃণ্য অপরাধসমূহের, যেখানে উবায়দুল্লাহ আল মাহদির মতো উগ্র ধর্মপ্রচারকরা বিভিন্ন ধরনের বাড়াবাড়িতে লিপ্ত ছিল। তারা জনসাধারণ ও আলিমদের ওপর সব ধরনের অত্যাচার চালিয়েছিল। ইমাম মালিকের মাজহাব অনুসারে ফাতওয়া প্রদান নিষিদ্ধ করেছিল। মুতাওয়াতির ও মাশহুর বহু হাদিস অস্বীকার করেছিল। এসব হাদিসের সংকলন নিষিদ্ধ করেছিল। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বহু গ্রন্থ ধ্বংস করেছিল। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আলিমদের ফাতওয়া, দারসদান নিষিদ্ধ করেছিল। বহু ফরজ ইবাদত বাতিল ঘোষণা করেছিল। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারী খলিফাগণের স্মৃতিচিহ্নগুলো ধ্বংস করেছিল। তাঁদের নির্মিত মসজিদগুলো আস্তাবলে পরিণত করেছিল। আরও আলোচনা করেছি, কুরআন-সুন্নাহ থেকে বিচ্যুত শিয়া রাফিজি মতবাদের মোকাবিলায় উত্তর-আফ্রিকার জনগণের গৃহীত কর্মপন্থাগুলোর ব্যাপারে; এসবের মধ্যে ছিল বিতর্ক, গ্রন্থরচনা, সাহিত্য ও সশস্ত্র প্রতিরোধ।

এসব প্রতিরোধের মুখে মুয়িজ লি-দিনিল্লাহ ফাতিমির উত্তর-আফ্রিকা থেকে পালিয়ে মিসরে আশ্রয় নেওয়ার বিবরণ তুলে ধরতেও ভুলিনি। আরও তুলে ধরেছি ধারাবাহিক

পাঁচ দশক ধরে উত্তর-আফ্রিকার আহলুস সুন্নাতের অনুসারী আলিমদের ইসমাইলি, বাতিনি, রাফিজি ও শিয়া মতবাদের বিরুদ্ধে অব্যাহত সংগ্রামের বিবরণ—তাঁরা সেখানে সঠিক ইসলামের বাণী সমুন্নত করার প্রয়াস চালিয়েছিলেন। কিন্তু মুয়িজ লি-দিনিল্লাহ ফাতিমি আব্বাসি খিলাফতের অনুগত ইখশিদি[১] সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে। তখনই তারা নিজেদের বিষাক্ত কৌশল বাস্তবায়নের প্রয়াস চালায়। ৩৫৮ হিজরিতে সে জাওহার সিকিল্লির অধীনে এক বাহিনী পাঠায়, যারা বিনা কষ্টে এই অঞ্চলকে উবায়দি সাম্রাজ্যের সঙ্গে একীভূত করতে সক্ষম হয়।

এই জাওহার সিকিল্লি যে কিনা ৩৬১ হিজরিতে শিয়া, রাফিজি ও ইসমাইলি মতবাদের ধর্মপ্রচারকদের পৃষ্ঠপোষকতা দিতে আল আজহার প্রতিষ্ঠা করে। মিসরে তাদের ফিরে যাওয়ার পর উত্তর-আফ্রিকার প্রতিরোধ-আন্দোলন দিনে দিনে আরও তীব্র হতে থাকে। পরিশেষে ৪৩৫ হিজরিতে মুয়িজ ইবনু বাদিস সানহাজি শিয়া-রাফিজিদের হাত থেকে এই অঞ্চলকে মুক্ত করতে সক্ষম হন। তিনি বাতিনি মতবাদ থেকে জনসাধারণকে পবিত্র করতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেন—যারা রাসুল ﷺ-কে অভিশাপ করে বা আবু বকর ও উমর রা-কে প্রকাশ্যে গালাগালি করে—তাদের হত্যার নির্দেশ দেন। দ্রুতই উত্তর-আফ্রিকার আহলুস সুন্নাতের অনুসারীরা শিয়া-রাফিজি-ইসমাইলিদের দৌরাত্ম থেকে মুক্তি পায়। বাতিল মতবাদের আগ্রাসন থেকে সত্য-সঠিক মতবাদ নিরাপত্তা লাভ করে।

আলোচনা করেছি ইরাক ও শামের অঞ্চলগুলো শিয়া-রাফিজি মতবাদ থেকে রক্ষা করতে সেলজুকদের প্রয়াস। আলোচনা করেছি সুন্নি মতবাদের প্রাণসঞ্চার ও শিয়া-রাফিজি মতবাদের মূলোৎপাটনের পাশাপাশি ক্রুসেডারদের মোকাবিলায় নিজামিয়া মাদরাসার ভূমিকা। আলোচনা করেছি ফাতিমি সাম্রাজ্যের পতনে নুরুদ্দিন জিনকির রাজনৈতিক ও সামরিক পদক্ষেপগুলো সম্পর্কে; আর ফাতিমি সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি হয়েছিল সালাহুদ্দিন আইয়ুবির মাধ্যমে। তিনি ধীরস্থির কৌশলের মাধ্যমে এই সফল প্রয়াস চালিয়েছিলেন; তাঁর সহযোগী ছিলেন কাজি আল ফাজিল। এই আলোচনার মাধ্যমে এই গ্রন্থের আলোচনা শেষ হয়েছে।

মোদ্দাকথা, এই গ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাগুলো হলো জিনকি সাম্রাজ্যে সংঘাতরত তিনটি মতবাদের পরিচয়। সেই তিনটি মতবাদ ছিল :

১. পোপ দ্বিতীয় আরবানের শাসনামল থেকে গির্জার নেতৃত্বে পরিচালিত ক্রুসেড-অভিযান।

[১] মুহাম্মাদ ইবনু তুগজ ইখশিদ; একজন তুর্কি মামলুক সেনা। আব্বাসি খলিফা কর্তৃক নিযুক্ত মিসর ও সিরিয়ার ওয়ালি-গভর্নর। তাঁর নামে তাঁর শাসনাধীন অঞ্চলকে ইখশিদি সাম্রাজ্য বলে অভিহিত করা হতো। পরবর্তী ধারাক্রমে ছয়জন ইখশিদি ৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৯৭০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সেই অঞ্চলকে শাসন করেন। উইকিপিডিয়া সূত্রে— সম্পাদক।

২. মিসরের ফাতিমি সাম্রাজ্য পরিচালিত শিয়া-রাফিজি মতবাদ।

৩. নুরুদ্দিন জিনকি পরিচালিত বিশুদ্ধ ইসলামি মতবাদ।

একই আদর্শের অনুসারী ও রাষ্ট্র হিসেবে আহলুস সুন্নাতের অনুসারীদের লক্ষ্য ছিল সুন্নি আকিদার প্রতিষ্ঠা, মানুষের মনে সঠিক ইসলামি চেতনার জাগরণ, শিয়া মতবাদ ও ক্রুসেডারদের মোকাবিলায় উম্মাহকে প্রস্তুত করা। আর সামরিক দিক বিবেচনায় তাদের লক্ষ্য ছিল বায়তুল মাকদিস মুক্ত করা। হিত্তিনের যুদ্ধে ক্রুসেডারদের পরাস্ত করা সম্ভব হয়েছিল রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে ফাতিমি সাম্রাজ্যের পতনের পর। এর আগেই আকিদা, দর্শন, ইতিহ্য ও ঐতিহাসিক অঙ্গনে সুন্নি মতবাদের বিজয় নিশ্চিত হয়েছিল।

যাঁরা বায়তুল মাকদিস পুনরুদ্ধার ও ক্রুসেডারদের হাত থেকে বিভিন্ন দুর্গ ও নগরীর দখল নেন, তাঁরা সবাই সঠিক ইসলামি আকিদার অনুসারী ছিলেন। তাঁরা বাতিনিদের দৌরাত্মের ব্যাপারে অবহিত ছিলেন, সর্বান্তকরণে এর মোকাবিলা করেন। তাই রাজনীতি ও দাওয়াহর অঙ্গনে যারা উম্মাহর নেতৃত্ব দিতে চান, তাদের জন্য আল্লাহর কিতাব, রাসুলের সুন্নাহ, খিলাফতে রাশিদার দর্শন ও মুসলিম-ইতিহাসের অধ্যয়ন আবশ্যক। এর পাশাপাশি তাদের জ্ঞান অর্জন করতে হবে মুসলিম-ইতিহাসের বিবদমান মতবাদগুলোর বাস্তবতা সম্পর্কে। এসবের জ্ঞানের মাধ্যমেই এই উম্মাহর পুনর্গঠন, সমাজের ভ্রান্তির নিরসন ও সত্যিকারের শত্রুদের পরিচয় লাভ করা সম্ভব হবে।

কোনো জাতি যদি পতনের খাদ থেকে উত্থানের রাজপথে আসতে চায়, তবে তাদের জন্য নিজেদের অবিস্মরণীয় ইতিহাস অধ্যয়ন করা অত্যন্ত জরুরি, যাতে বর্তমানের জন্য শিক্ষণীয় বিভিন্ন বিষয় ও উপদেশগ্রহণের উপকরণ লাভ করতে পারে, ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারে। সর্বোপরি পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-বিরাধে, দাওয়াহ ও বিতর্কের ক্ষেত্রে উপকারী গ্রন্থ রচনা করতে পারে। আর এটি চিন্তাদর্শন, আকিদা-বিশ্বাস ও পদ্ধতিগত প্রতিরোধের একটি নীতিও বটে। আমার মতে তা রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিরোধের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, যেকোনো সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক পদক্ষেপ নিতে হলে আকিদা, চিন্তা, সাংস্কৃতিক কর্মসূচিরও প্রয়োজন আছে। মনে রাখতে হবে, শব্দ জন্ম দেয় তরবারির, ভাষা তৈরি করে তির আর গ্রন্থ উত্থান ঘটায় বহু সেনাদলের।

ইমাদুদ্দিন জিনকির অভিজ্ঞতা ছিল বেশ সমৃদ্ধ। এটি সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও বৈশ্বিক অঙ্গনে আমাদের সামনে থাকা বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধান দিতে সক্ষম। এটি সমৃদ্ধ ইতিহাসকে প্রত্যক্ষ করা এক বিশাল অভিজ্ঞতার নাম। এই অভিজ্ঞতার নির্যাস থেকে আমরা জেনেছি বিশুদ্ধ নিয়ত, সত্যিকারের ইমান, দায়িত্বসচেতনতা ও বিচক্ষণতার সমন্বয়ে আজও ইসলামের সোনালি অতীত ফিরিয়ে আনা সম্ভব। মানুষকে স্বাচ্ছন্দ্যময়

জীবন উপহার দেওয়া সম্ভব। বিভিন্ন ধর্মের নিষ্পেষণ থেকে মানবসমাজকে ইসলামের ন্যায়ব্যবস্থায় অবগাহন করানো সম্ভব।

মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রত্বকাল থেকেই নুরুদ্দিন জিনকির প্রতি আমার আত্মার টান ছিল। সেখানে আমি শায়খ ড. সিফির হাওয়ালির অধীনে গবেষণায় নিয়োজিত ছিলাম। তন্মধ্যে দুটি সেশনে নুরুদ্দিন জিনকির আলোচনা সংযুক্ত ছিল; তখন থেকে আমি এই মহানায়কের জীবনীতে মজেছি। শায়খ তাঁর লেকচারে ছাত্রদের নুরুদ্দিন জিনকির জীবনী নিয়ে গ্রন্থ রচনা এবং এ বিষয়ে গবেষণার প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করেছিলেন। সেই ছিল শুরু। পড়াশোনা শেষে একবার মদিনার সফরে আমার শিক্ষক প্রফেসর ইয়াহইয়া ইবরাহিম ইয়াহইয়ার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমার সঙ্গে নুরুদ্দিন জিনকির ব্যাপারে আলোচনা করেন ও তাঁর জীবনী রচনার নির্দেশ দেন। তখন *সিরাতুন নবি* ও ইসলামের শুরুর যুগের ইতিহাস সংকলনের ব্যস্ততার জেরে এ ব্যাপারে কলম ধরতে পারিনি। আবার উচ্চশিক্ষার ব্যস্ততাও এর জন্য প্রতিবন্ধক ছিল; কিন্তু আমি কখনো এটি ভুলে যাইনি। সবসময় আল্লাহর দরবারে এই ব্যাপারে প্রার্থনা করেছি এবং জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যে পরিণত করে রাখি।

আবার ইয়ামেনে অবস্থানকালে আমার শায়খদের মধ্যে যাঁরা আমাকে ক্রুসেডকালের ইতিহাস সংকলনের তাগিদ দিয়েছিলেন, তাঁদের অন্যতম শায়খ আবদুল কারিম জায়দান। খিলাফতে রাশিদার ইতিহাসে আমি বহুলাংশে তাঁর সহায়তা পেয়েছি। আমি কখনো ভুলতে পারব না আমার উসতাজ ইয়াসিন আবদুল আজিজ ইয়ামেনির কথা, যিনি আলোচনার জন্য দিনরাত তাঁর দরজা আমার জন্য অবারিত রেখেছিলেন। তিনি আমাকে দিয়েছেন তাঁর মূল্যবান বহু সময়। আবার ড. ইউসুফ আল কারজাবির সঙ্গে আমার সাক্ষাতে তিনিও আমাকে নুরুদ্দিন মাহমুদ জিনকিকে নিয়ে গ্রন্থ রচনায় উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁর ভাষ্যমতে নুরুদ্দিন জিনকি এমন এক ঐতিহাসিক ব্যক্তি, ইতিহাস যাঁকে যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারেনি।

আর আমার শায়খ ও উসতাজ ড. সালমান আল আওদাহ আমাকে বলেছিলেন, খুব কম মানুষই ইতিহাস নিয়ে কাজ করার সামর্থ্য পায়, যতটা তুমি সক্ষম হয়েছ। তাই তুমি আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে কাজ করবে ও তাকওয়া অবলম্বন করবে। তিনি আমার ইতিহাস রচনা-সংক্রান্ত পরিকল্পনা শুনে আমাকে সাহস জুগিয়েছেন, কাজ চালিয়ে যেতে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। আমি ইতিহাস ও দর্শন-সংক্রান্ত বহু বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছি। তিনিও তাঁর অভ্যাসমতো অত্যন্ত খোলামনে আলোচনা করেছেন। ইরাকের চলমান ঘটনাবলিও আমার এই গ্রন্থনার কাজকে প্রভাবিত করেছে। যদিও আমি তাঁদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইয়ে শরিক হতে পারছি না; তবু আল্লাহর

দরবারে প্রার্থনা, তিনি এই পবিত্র ভূমিকে ভেতর-বাইরের সকল দখলদার শত্রুর হাত থেকে উদ্ধার করুন। আমাদের উচিত নুরুদ্দিন মাহমুদ জিনকির জীবনী অধ্যয়ন ও ইয়াহুদিদের হাত থেকে কুদস উদ্ধারে তা থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ।

১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দ— ২০ শাবান ১৪২৭ হিজরি; বুধবার ১২টা ৮ মিনিটে আমি এই গ্রন্থ রচনার কাজ সমাপ্ত করতে সক্ষম হয়েছি। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, যেন তিনি এই খিদমতকে কবুল করেন। পাঠকের জন্য গ্রন্থটি উপকারী বানিয়ে দিয়ে তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে তাতে বরকত দেন। তাঁর সুন্দর নাম ও গুণের অসিলায় প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমার এ কাজগুলো একমাত্র তাঁর জন্যই কবুল করেন এবং তাঁর বান্দাদের জন্য উপকারী হিসেবে প্রমাণ করেন, যেন গ্রন্থটির প্রতিটি বাক্যের বিনিময়ে উত্তম প্রতিদান আমি আমার পুণ্যের পাল্লায় পেয়ে যাই। এ কাজে যে-সকল ভাই আমাকে সহযোগিতা করেছেন, আল্লাহ যেন তাদেরও উত্তম প্রতিদান দেন। এ গ্রন্থের প্রতিটি পাঠক ও মুসলমান ভাইয়ের কাছে আবেদন, তাদের দুআয় যেন আমাকে ভুলে না যান।

> হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও, যাতে আমি তোমার সেই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সব কাজ করতে পারি এবং আমাকে নিজ অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করো। [সুরা নামল : ১৯]

> আল্লাহ মানুষের প্রতি কোনো অনুগ্রহ উন্মুক্ত করলে তা বারণ করার কেউ নেই এবং তিনি যা বারণ করেন, তা কেউ পাঠাতে পারে না। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। [সুরা ফাতির : ২]

ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদ ওয়ালা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া সাল্লিম।

আলি মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ আস সাল্লাবি

প্রথম অধ্যায়

ইমাদুদ্দিন জিনকির আত্মপ্রকাশ

- জিনকি বংশের আদিপরিচয়
- ইমাদুদ্দিনের ব্যক্তিত্ব-বিকাশ ও অগ্রগতি
- আব্বাসি খিলাফত ও সেলজুক সালতানাতের সঙ্গে ইমাদুদ্দিন জিনকির সম্পর্ক
- উত্তর-শাম ও জাজিরা অভিমুখে ইমাদুদ্দিন জিনকির অগ্রযাত্রা
- ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে ইমাদুদ্দিন জিনকির জিহাদ

প্রথম পরিচ্ছেদ

জিনকি বংশের আদিপরিচয়

ইমাদুদ্দিন আক সুনকুর ইবনু আবদুল্লাহ আলে তুরগান ছিলেন তুর্কমানি সাবায়ু গোত্রসমূহের বংশোদ্ভূত। তাঁর পিতা কাসিমুদ্দৌলাহ আবু সায়িদ আক সুনকুর ওরফে হাজিব[৭] সেলজুক সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক ও সামরিক বিভিন্ন অঙ্গনে অসাধারণ অবদান রাখায় ইতিহাসবিদদের চোখে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন।[৮] আক সুনকুর ছিলেন সুলতান মালিকশাহ প্রথমের সহচর ও বাল্যবন্ধু।[৯] কথিত আছে, তিনি সুলতানের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও আস্থাভাজন ছিলেন।[১০] তাঁরা দুজন একইসঙ্গে বেড়ে ওঠেন, শিক্ষালাভ করেন এবং (পরিণত) স্থানে পৌঁছান। সুলতান মালিকশাহ সালতানাতের দায়িত্ব গ্রহণ করলে তাঁকে প্রধান নিরাপত্তারক্ষী নিযুক্ত করেন। এতে তাঁর প্রতিপত্তি বাড়ে এবং তিনি সুলতানের সভাসদদের অন্তর্ভুক্ত হন। তিনি সুলতানের হৃদ্যতা অর্জনের পাশাপাশি তাঁর একান্ত আস্থাভাজনে পরিণত হন। সুলতান তাঁর কাছে গোপনীয় বিষয়াদি তুলে ধরতেন এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজে নির্ভর করতেন। এতে তিনি সুলতানের প্রভাবশালী সেনাপতিদের অন্যতম হয়ে ওঠেন।[১১]

ইমাদুদ্দিন জিনকি তুর্কি শাখাগোত্র 'সাবায়ু'-এর সদস্য। তাঁর পিতার নাম আবু সায়িদ আক সুনকুর। উপাধি ছিল 'কাসিমুদ্দৌলাহ', কিন্তু প্রসিদ্ধ ছিলেন 'হাজিব' নামে।[১২] নানাবিধ কারণে ইতিহাসবিদরা তাঁকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। সবচেয়ে বড় কারণ হলো, সেলজুক সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ও সামরিক মোড় পরিবর্তনের নাটকীয় মুহূর্তে তিনি উল্কার মতো উদয় হয়ে আলো ছড়িয়েছেন নানা দিকে।[১৩] তাঁর পিতা ছিলেন সেলজুক সম্রাট প্রথম মালিকশাহের বাল্যবন্ধু, ঘনিষ্ঠ ও চিন্তার সারথি।

---

[৭] *ওয়াফায়াতুল আয়ান* : ১/২১৭-২১৮, *ইমাদুদ্দিন জিনকি*, ড. ইমাদুদ্দিন খলিল।

[৮] *ইমাদুদ্দিন জিনকি*, ড. ইমাদুদ্দিন খলিল : ৩১।

[৯] *আত-তারিখুল বাহির ফিদ দুয়ালি আতাবিকিয়া বিল মুসিল* : ৪।

[১০] *তারিখুজ জিনকিয়্যিান ফিল মুসিল ওয়া বিলাদিশ শাম।*

[১১] *আত-তারিখুল বাহির ফিদ দুয়ালি আতাবিকিয়া বিল মুসিল* : ৪।

[১২] *ওয়াফায়াতুল আয়ান* : ১/২১৭-২১৮, *ইমাদুদ্দিন জিনকি*, ড. ইমাদুদ্দিন খলিল।

[১৩] *ইমাদুদ্দিন জিনকি*, ড. ইমাদুদ্দিন খলিল : ৩১; *আত-তারিখুল বাহির ফিদ দুয়ালি আতাবিকিয়া বিল মুসিল* : ৪।

দুজনই একই ধাঁচে, একই সময়ে বড় হয়েছেন। মালিকশাহ যখন হাজিবকে শাসনভার অর্পণ করেন, তখন তাঁর গুরুত্ব ও মর্যাদার পরিধি বিস্তৃত হয় বহুভাবে। উভয়ের মধ্যে সৃষ্টি হয় বন্ধুত্ব ও আস্থার সুদৃঢ় বন্ধন। এমনকি মালিকশাহ মন খুলে সব কথা হাজিবকে বলতে শুরু করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ সকল কাজে তাঁর ওপরই ভরসা করেন। একপর্যায়ে আক সুনকুর হাজিব হয়ে ওঠেন মালিকশাহের সবচেয়ে বড় সেনাপতি।[১৪]

এক. সুলতান মালিকশাহের কাছে আক সুনকুরের মর্যাদা

মালিকশাহের কাছে আক সুনকুরের মর্যাদার কথা তো স্বতঃসিদ্ধ। এর বড় প্রমাণ হলো, খোদ মালিকশাহই তাঁকে 'কাসিমুদ্দৌলাহ' উপাধিতে ভূষিত করেন। 'কাসিমুদ্দৌলাহ' মানে শাসনকাজ পরিচালনায় আক সুনকুর মালিকশাহের অংশীদার। সেই যুগে তো আর আজকের মতো মুখরোচক উপাধি দিয়ে খুশি করা হতো না; একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তিকেই উপাধি দেওয়া হতো।

কেন তাঁকে 'কাসিমুদ্দৌলাহ' উপাধি দেওয়া হলো? তার উত্তরে বলব—আক সুনকুর নেতৃত্ব ও শাসনকাজে মালিকাশাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করতেন। উপরন্তু আক সুনকুর রাজ্যপরিচালনার সকল কাজে সবার চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। তাঁর উত্তরসূরিরাও এমন অবস্থান ধরে রেখেছিলেন। তবে আমার দৃষ্টিতে আক সুনকুরকে 'কাসিমুদ্দৌলাহ' উপাধি দেওয়ার মৌলিক তিনটি কারণ রয়েছে :

১. তাঁর প্রতি মালিকশাহের প্রচণ্ড ভালোবাসা ও প্রবল সমর্থন।

২. আক সুনকুর এমন এক তুর্কি বংশোদ্ভূত ছিলেন, যে বংশের যথেষ্ট মর্যাদা ছিল সেলজুক শাসকগোষ্ঠীর কাছে। সে বংশেরই অবিসংবাদিত পুরুষ ছিলেন ইমাদুদ্দিন জিনকি।

৩. মালকিশাহের পক্ষে তিনি বহু অগ্রণী উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছেন নানা ক্ষেত্রে। সংগত কারণেই তিনি এ উপাধিতে ভূষিত হওয়ার উপযুক্ত প্রমাণিত হয়েছেন।[১৫]

আক সুনকুর সেলজুকদের পক্ষে বহু যুদ্ধে অংশ নেন। মালিকশাহ ৪৭৭ হিজরিতে তাঁকে আমিদুদ্দৌলাহ ইবনু ফখরুদ্দৌলাহর সঙ্গে এক অভিযানে পাঠান। অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল মসুল দখল করা এবং সেখান থেকে উকাইলিদের বিতাড়িত করা। অভিযানে তাঁরা দুজন প্রশংসনীয়ভাবে সফল হন।[১৬]

---

[১৪] *আত-তারিখুল বাহির ফিদ দুয়ালি আতাবিকিয়া বিল মুসিল* : ৪।

[১৫] *ইমারাতু হালাব*, মুহাম্মাদ জামিন : ১৩৬।

[১৬] *মুফাররিজুল কুরুব ফি আখবারি বানি আইয়ুব* : ১/১৯-২১।

আরও দুবছর পর আক সুনকুর উকাইলি গভর্নরদের হাত থেকে হালাব ছিনিয়ে নিতে মালিকশাহের সঙ্গে অভিযান পরিচালনা করেন। সেখানেও তিনি অসম বীরত্ব দেখিয়ে সবাইকে চমকে দেন। সেই দুরন্ত বীরত্বের মূল্যায়নস্বরূপ তাঁকে হালাবের গভর্নর নিযুক্ত করেন মালিক শাহ।[১৭]

আক সুনকুর হালাব ও এর তিনটি সুবা : মানবিজ, লাতাকিয়া (Latakia)[১৮] ও কাফার তাবা'র দায়িত্ব গ্রহণের পর সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজে হাত দেন।[১৯] এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ৪৮৩ হিজরিতে হিমস এবং ৪৮৫ হিজরিতে 'আফামিয়া কেল্লা' হালাবের অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হন। এ ছাড়া ৪৮১ হিজরিতে শাইজারের ওয়ালিকে দুর্দান্ত প্রতাপে বাধ্য করেন তাঁর আনুগত্য মেনে নিতে।

৪৮৫ হিজরিতে মসুলের পার্শ্ববর্তী এলাকায় উকাইলিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেন মালিকশাহ। আক সুনকুর এতে তাঁর সঙ্গে যোগ দেন এবং মসুলের সন্নিকটে তাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হন। তখনো আক সুনকুর পালন করেন অগ্রণী ভূমিকা। তাঁরই বীরত্বের কারণে সেখানেও খোলে বিজয়ের দরজা। সাধারণত দুই বীরের মধ্যে দরকষাকষি ও সংঘাত হয়; কিন্তু আক সুনকুর ও মালিকশাহের মধ্যে অটুট ছিল বন্ধুত্বের বন্ধন। আর তা সম্ভব হয়েছিল আনুগত্য ও পরস্পর বোঝাপড়ার মাধ্যমে। ফলে আক সুনকুর কখনো মালিকশাহের সঙ্গে বিদ্রোহ করার কথা ভাবেননি। সব বীরের ক্ষেত্রে যেমন হয়, আক সুনকুরের ব্যাপারেও মালিকশাহের কান ভারী করেছেন অনেকে, আপত্তি তুলেছেন নানারকম। কিন্তু সুলতান মালিকশাহ তা এড়িয়ে গেছেন সতেজ বিচক্ষণতার সঙ্গেই।[২০]

দুই. হালাবে আক সুনকুরের স্বরাষ্ট্রনীতি

আক সুনকুর যখন হালাবের গভর্নরপদে আসন গ্রহণ করেন, তখন সেখানে চলছে এক নাটকীয় সময়-সন্ধিক্ষণ। হালাবে তখন আরবগোষ্ঠীর ক্ষয়িষ্ণু ক্ষমতা নিশ্চিহ্নতার দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে। শুরু হয়েছে সেলজুক শাসনের নতুন অধ্যায়। উত্তর-সিরিয়ায় বয়ে চলছে বাঁকবদলের উত্তাল হাওয়া।

নানামুখী ভাঙন ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের আগুনে হালাব জ্বলেছে এবং ঝলসে গিয়েছে। সে যুদ্ধ বেঁধেছে কখনো আরবদের মধ্যে, কখনো-বা আরব ও তুর্কমানদের মধ্যে। যুদ্ধে-

---

[১৭] *আল-কামিল ফিত তারিখ, ইমাদুদ্দিন জিনকি সূত্রে* : ৩২।

[১৮] ল্যাটাকিয়া, লাতাকিয়া বা লাজিকিয়া। শামের অন্যতম বন্দরনগরী। জনসংখ্যার দিক থেকে বর্তমান সিরিয়ার পঞ্চম শহর। এর দক্ষিণ দিকে রয়েছে তারতুস, পূর্ব দিকে হামা, উত্তর দিকে ইদলিব।—সম্পাদক।

[১৯] *আল-বাহির* : ৮; *ইমাদুদ্দিন জিনকি* : ৩২।

[২০] *ইমাদুদ্দিন জিনকি* : ৩২-৩৩।

যুদ্ধে ঝলসে যাওয়া হালাবের বুকে প্রথম সেলজুকি শাসক নিযুক্ত হন আক সুনকুর। তাঁর শাসনামল স্থায়ী হয় আনুমানিক আট বছর। হালাবের ইতিহাসে এ সময়টি ছিল অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, জীবনের সর্বদিকপ্লাবী নানা মৌলিক পরিবর্তন এ সময়েই সাধিত হয়।[২১]

আক সুনকুর যখন হালাবের শাসনক্ষমতা গ্রহণ করেন, তখন চতুর্দিকে নৈরাজ্য আর নৈরাজ্য। অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত নৈরাজ্যে পুরো রাজ্য হাঁপিয়ে উঠেছে। একদিকে শাসকদের পারস্পরিক সংঘাত আর মুহুর্মুহু ষড়যন্ত্রের জটজাল; অন্যদিকে পরাশক্তিগুলোর কাছে সাহায্য চাওয়ার প্রতিযোগিতা। কেউ কেউ সাহায্যের জন্য হাত পেতেছে বাগদাদে প্রতিষ্ঠিত আব্বাসি খিলাফতের কাছে; কেউ-বা ভিক্ষার বাসনটা বাড়িয়ে দিয়েছে মিসরে প্রতিষ্ঠিত ফাতিমি সাম্রাজ্যের দিকে। এ ছাড়া রয়েছে রাজ্যসম্প্রসারণে মরিয়া হয়ে ওঠা নতুন সেলজুক সাম্রাজ্যের দুর্বার শক্তিও। মোটকথা, নিম্নোক্ত ত্রিশক্তির মুখোমুখি অবস্থানের কারণে পুরো রাজ্যটাই যেন নৈরাজ্যের নরকে পরিণত হয়ে ওঠে :

১. আরব বেদুইন জনগোষ্ঠীর শক্তি, বিশেষ করে কেলাবি উকাইলি ও মিরদাসিদের শক্তি, যাদের উদ্দেশ্য ছিল হারানো কর্তৃত্ব ফিরিয়ে আনা।

২. তুর্কমানদের বিপুল বিনাশী শক্তি, যারা পুরো রাজ্যে দানবীয় লুটপাট চালিয়েছিল।

৩. বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের শক্তি, যারা অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সুযোগ কাজে লাগিয়ে হারানো প্রতাপ পুনরুদ্ধারে মরিয়া হয়ে উঠেছিল।

সংগত কারণে হালাব মুখোমুখি হয় চরম অস্থিতিশীল পরিস্থিতির, যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা ও নিরাপত্তায়। শাসকরা জনগণের অভ্যন্তরীণ বিষয়াবলি মাথায় নেওয়ার তো চিন্তাই করেননি, উপরন্তু ম্রিয়মাণ অর্থব্যবস্থা চাঙা করার দায়বোধও অনুভব করেননি। ফলে পরিস্থিতি যা দাঁড়াবার তা-ই দাঁড়ায়। দেশের আয়-উৎপাদন ও আমদানিতে নামে আশঙ্কাজনক ধস। শাসকরা বাধ্য হন নানা ছলছুতোয় উচ্চাঙ্গ কর আরোপ করতে, জনগণের রক্ত চুষতে। শাসকদের অবিবেচক আচরণে চরম ক্ষুব্ধ হয় জনগণ। দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে চুরি-ডাকাতি-রাহাজানি। নিরাপত্তাব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ভেঙে পড়ে। লাটে ওঠে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। বাজার থেকে উধাও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য। চতুর্দিকে কৃষিখেতের খাঁ-খাঁ অবস্থা, খরা আর খরা। কৃষির আমদানি-রপ্তানি নেমে আসে শূন্যের কোটায়।

এমন নির্দয়-নিদারুণ পরিস্থিতিতে আত্মপ্রকাশ করে 'দুর্গতি প্রতিরোধ সংঘ'। তারা

[২১] *মাদখাল ইলা তারিখিল হুরুবিস সালবিয়া* : ২০৯; *তারিখুজ জিনকিয়িান ফিল মুসিল ওয়া বিলাদিশ শাম* : ৪৬।

ক্রুসেড বিশ্বকোষ - ২

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

জিনকি সাম্রাজ্যের ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড

ক্রুসেড বিশ্বকোষ - ২

জিনকি সাম্রাজ্যের ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড

মূল : ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

অনুবাদক

মুহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম

আবদুল্লাহ তালহা

মহিউদ্দিন কাসেমী

এম. এ. ইউসুফ আলী

সালমান আজিজ

সম্পাদক

সালমান মোহাম্মদ

কালান্তর প্রকাশনী

প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০২১

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৫১০, US $ 19, UK £ 14

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা।
০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

Zinki Samrajjer Etihas[2nd]
by Dr. Ali Muhammad Sallabi

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

ধারাবিবরণী

দ্বিতীয় অধ্যায়

নুরুদ্দিন জিনকির শাসনামল ও অভ্যন্তরীণ রাজনীতি # ১৩

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সভ্যতার জাগরণে শিক্ষাদীক্ষার ভূমিকা ১৪

এক : শিক্ষকদের স্তর ও উপাধি ১৮
১. মকতব শ্রেণির শিক্ষক ১৮
২. মুদাররিসগণ ২০
৩. পরিদর্শকবৃন্দ ২১

দুই : ছাত্রদের স্তরসমূহ ২১
১. প্রাথমিক স্তরের ছাত্র ২১
২. উচ্চস্তরের ছাত্রবৃন্দ ২৪
৩. নারীশিক্ষা ২৭
৪. ছাত্রদের মূল্যায়নপদ্ধতি ২৯

তিন : জিনকি শাসনামলে ইলমের ক্ষেত্রসমূহ ৩০
১. উলুমুশ শারইয়া ৩১
২. ইতিহাস ও ভূগোলশাস্ত্র ৪০
৩. গণিতশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যা ৪৬
৪. চিকিৎসা ও ভেষজবিদ্যা ৪৮

চার : ইবনু আসাকির এবং ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদে তাঁর ভূমিকা ৫১
১. সুলতান নুরুদ্দিন মাহমুদকে আকিদা ও বুদ্ধিবৃত্তিক সাহায্য-সমর্থন ৫৩
২. বিভিন্ন শহর-নগরের ফজিলত সম্পর্কে ইবনু আসাকিরের রচনা ৫৭
৩. অবিরাম জিহাদ চালিয়ে যেতে ইবনু আসাকির নুরুদ্দিনকে উদ্‌বুদ্ধ করতেন ৫৯
৪. ইবনু আসাকিরের ইনতিকাল ৬২

শায়খ জিলানির দাওয়াত ও সমাজসংস্কারমূলক কার্যক্রম ৬৩

এক : নাম, বংশপরিচয়, জন্ম ৬৪

১. নাম ৬৪

২. উপনাম ও উপাধি ৬৫

৩. আবদুল কাদির জিলানির জন্মবৃত্তান্ত ৬৫

৪. ইলম অর্জন ও সফর ৬৫

৫. শিক্ষক ও শায়খবৃন্দ ৬৭

৬. আবদুল কাদির জিলানির ইলমি অবস্থান ৭০

দুই : আকিদা সুস্পষ্টকরণে শায়খের পদ্ধতি ৭২

১. আকিদাবিষয়ক বর্ণনা সহজ ভাষায় ব্যক্ত করা ৭২

২. কুরআন-সুন্নাহর ভাষ্য থেকে দূরে সরে না যাওয়া ৭৩

৩. সালাফে সালিহিনের আকিদা-বিশ্বাসই তাঁর আকিদা ৭৩

৪. মুতাকাল্লিমিনদের তাবিল-বিশ্লেষণ প্রত্যাখ্যান ৭৩

৫. কুরআন-সুন্নাহর বাইরের আলোচনা বর্জন করা ৭৪

৬. কালামশাস্ত্রের প্রতি অনীহা ৭৫

তিন : আবদুল কাদির জিলানির আকিদা-বিশ্বাস ৭৫

১. ইমান ৭৫

২. কবিরা গুনাহকারীর হুকুম ৭৬

৩. তাওহিদে রুবুবিয়ার আকিদা ৭৭

৪. তাওহিদে উলুহিয়ার আকিদা ৭৮

৫. ইবাদত কবুলের শর্তসমূহ ৭৯

৬. বিভিন্ন ইবাদত সম্পর্কে শায়খ জিলানির ভাষ্য ৮১

৭. আল্লাহর নাম ও বৈশিষ্ট্যের একত্ববাদের প্রতি ইমান ৮৪

৮. কুরআনুল কারিম সম্পর্কে শায়খ জিলানির আকিদা ৯২

৯. শায়খ জিলানির দৃষ্টিতে আল্লাহর দর্শন ৯৩

১০. শায়খ জিলানির কাছে কাজা ও কদর ৯৫

১১. কবরের আজাব এবং মুনকার-নাকির সম্পর্কে আকিদা ৯৫

১২. শাফাআত সম্পর্কিত আকিদা ৯৬

১৩. হাউজে কাওসার ৯৬

১৪. পুলসিরাত ৯৭

১৫. মিজান ৯৭

চার : বিদআতের ব্যাপারে শায়খ জিলানির অবস্থান ৯৮

১. কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী চলার ব্যাপারে শায়খের সতর্কতা ৯৮

২. বিদআতের নিন্দা ও সে ব্যাপারে সতর্কতা ৯৯
৩. উলুল আমরের অনুসরণ ১০০
পাঁচ : আবদুল কাদির জিলানির দৃষ্টিতে তাসাওউফ ১০১
১. শায়খ জিলানির কাছে তাসাওউফের পরিচয় ১০২
২. শায়খ জিলানির সুফি হয়ে ওঠার রহস্য ১০৪
৩. ইলম ও আমলে শায়খের অবস্থান ১০৬
ছয় : জিলানির কাছে শায়খ, মুরিদ ও সোহবতের আদব ১১১
১. মুরিদের করণীয় ১১১
২. শায়খের সঙ্গে মুরিদের আদব ১১২
৩. মুরিদের প্রতি শায়খের কর্তব্য ১১৩
৪. ভাই-বন্ধুদের প্রতি আদব ও শিষ্টাচার ১১৫
সাত : পরিশুদ্ধ ব্যক্তির অবস্থা ও মর্যাদা ১১৬
১. তাওবা ১১৬
২. 'জুহদ' বা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ১১৯
৩. তাওয়াক্কুল ১২১
৪. শোকর ১২৬
৫. সবর ১২৭
৬. রিজা বিল কাজা (আল্লাহর ফায়সালার প্রতি মনেপ্রাণে সন্তুষ্ট থাকা) ১২৮
৭. সত্যবাদিতা ১২৯
আট : কাদিরিয়া তরিকা প্রতিষ্ঠা ১৩১
১. কুরআন-সুন্নাহ মেনে চলার প্রতি গুরুত্বারোপ ১৩২
২. তৎকালে বহুল প্রচলিত দর্শন ও মতাদর্শমুক্ত তরিকা ১৩২
৩. আমলের প্রতি সবিশেষ গুরুত্বারোপ ১৩৩
৪. শিষ্টাচার ও শিক্ষণীয় বিষয়সম্ভার সংকলন ১৩৩
৫. আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালনের প্রতি গুরুত্বারোপ ১৩৩
নয় : জিলানির সংস্কারমূলক কার্যক্রমের রূপরেখা ১৩৫
১. সুশৃঙ্খল আধ্যাত্মিক বিকাশ ও শিক্ষাদীক্ষা ১৩৬
২. বক্তৃতা ও বক্তৃতার বিষয় ১৪০
৩. ভ্রান্ত মতাদর্শ ও শিয়া-বাতিনিদের উগ্রপন্থার মোকাবিলা ১৪৬
৪. তাসাওউফের ব্যাপক সংস্কার সাধন ১৪৯
৫. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ ১৫২
৬. গ্রামগঞ্জ ও আশপাশের মাদরাসাসমূহ ১৫৩
৭. জিনকি সাম্রাজ্য ও সংস্কারমূলক কাজে জড়িত মাদরাসাগুলোর পরস্পর সহযোগিতা ১৬০
৮. শায়খ জিলানির বৈশিষ্ট্যাবলি ও ইনতিকাল ১৬৫

তৃতীয় অধ্যায়

নুরুদ্দিন জিনকির পররাষ্ট্রনীতি # ১৬৯

প্রথম পরিচ্ছেদ

আব্বাসি খিলাফতের সঙ্গে সম্পর্ক ১৭০

এক : খলিফা মুকতাফি লি-আমরিল্লাহ ১৭১
১. রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ১৭১
২. খলিফা মুকতাফি লি-আমরিল্লাহর তিরোধান ১৭৩

দুই : উজির ইয়াহইয়া ইবনু হুবায়রা ১৭৩
১. আব্বাসি খিলাফতের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় তাঁর ভূমিকা ১৭৪
২. নাগরিকদের ওপর অন্যায় আচরণের ভীতি ১৭৫
৩. ইলম ও আলিমগণের সেবায় তাঁর প্রয়াস ১৭৫
৪. নুরুদ্দিন জিনকির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ১৭৮
৫. সিজদা অবস্থায় তাঁর মৃত্যু ১৭৮

তিন : খলিফা মুসতানজিদ বিল্লাহ ১৭৯

চার : খলিফা মুসতাজি বিল্লাহ ১৮১

পাঁচ : আব্বাসি খলিফাগণের সহায়তায় নুরুদ্দিন জিনকি ১৮৩
১. রাজনৈতিক অঙ্গন ১৮৪
২. সামরিক অঙ্গন ১৮৮
৩. অর্থনৈতিক অঙ্গন ১৮৮
৪. ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অঙ্গন ১৮৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় ক্রুসেড মোকাবিলায় নুরুদ্দিন জিনকি ও দামেশক দখলে তাঁর রাজনীতি ১৯২

এক : এডেসাবাসীর বিদ্রোহ দমন ১৯৩

দুই : দ্বিতীয় ক্রুসেড ১৯৭
১. সেলজুকদের হাতে জার্মানদের পরাজয় ১৯৮
২. ফরাসি ক্রুসেডারদের আগমনপথে রোমান-সেলজুকদের বাধা ১৯৯
৩. দামেশকে আক্রমণ ২০০
৪. দ্বিতীয় ক্রুসেডে খ্রিষ্টান ধর্মগুরুদের ভূমিকা ২০২
৫. দ্বিতীয় ক্রুসেডে দামেশকের বিজয় ২০৩
৬. দামেশক প্রতিরক্ষায় মরক্কোর ফকিহগণের অবদান ২০৫

তিন : দ্বিতীয় ক্রুসেডের ফলাফল ২০৬
১. পশ্চিম-ইউরোপ বনাম বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের শত্রুতা ২০৬
২. প্রাচ্যবাসী ক্রুসেডারদের ওপর প্রভাব ২০৬
৩. স্থানীয় ক্রুসেডারদের অক্ষমতা ২০৭
৪. নুরুদ্দিন মাহমুদ নামে এক তারকার আবির্ভাব ২০৭
৫. দামেশকের শাসকদের দুর্বলতা ২০৭
৬. আরিমা দুর্গ ধ্বংসকরণ ২০৭
৭. মুসলিমদের মন থেকে ক্রুসেডভীতি দূর হওয়া ২০৮
চার : দামেশক দখলে নুরুদ্দিনের রাজনৈতিক প্রয়াস ২০৮
পাঁচ : দামেশক দখলের ফল ২১৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শাম, জাজিরা ও আনাতোলিয়ার মুসলিমশক্তির সঙ্গে সম্পর্ক ২১৭

এক : শামের উত্তরাঞ্চলীয় শহর ও গ্রামের শাসনকর্তৃত্ব ২১৭
১. শাইজারের সঙ্গে সম্পর্ক ২১৭
২. বালাবাক্কে জানদালি শাসন ২১৯
৩. হাররান দখল ২২০
৪. মানবিজ ২২২
৫. জা-বার দুর্গ জয় ২২৩
দুই : মসুল অন্তর্ভুক্তি ২২৫
২. নুরুদ্দিনের জন্য রাসুলের সুসংবাদ ২২৯
৩. রওজা শরিফ সম্পর্কে নুরুদ্দিনের স্বপ্ন ২৩১
তিন : রোমের সেলজুকদের সঙ্গে নুরুদ্দিনের রাজনীতি ২৩৩

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

খ্রিস্টশক্তির মোকাবিলায় নুরি সাম্রাজ্যের রাজনীতি ২৩৬

এক : বায়তুল মাকদিস সাম্রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক ২৩৬
১. হাওরানকে ঘিরে জটিলতা ২৩৮
২. দ্বিতীয় ক্রুসেড ২৪০
৩. আসকালানের পতন ২৪০
৪. বানিয়াসযুদ্ধ ২৪২
৫. চুক্তিসমূহ ও সংক্ষিপ্ত যুদ্ধবিরতি ২৪৪
৬. শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে সচ্চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ২৪৭

দুই : ক্রুসেডার রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ ২৪৮
১. এডেসা রাষ্ট্র ২৪৯
২. ইনতাকিয়া রাষ্ট্র ২৫১
৩. ত্রিপোলি রাজ্য ২৬১
তিন : নুরি-বাইজেন্টাইন সম্পর্ক ২৬৫
১. বায়তুল মাকদিস রাজ্য ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের মধ্যকার মৈত্রী নবায়ন ২৬৭
২. ম্যানুয়েলের কিলাকিয়া অভিযান ২৬৮
৩. ইনতাকিয়ায় ম্যানুয়েল ২৬৯
৪. শামে ম্যানুয়েল ২৭০
চার : গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা, দৃষ্টান্ত ও ফায়দাসমূহ ২৭২
১. সুলতান নুরুদ্দিনের বুদ্ধিবৃত্তিক কৌশল ২৭২
২. শাসক যোগ্য হওয়ার গুরুত্ব ২৭৬
৩. খ্রিষ্টানদের থেকে উপকার গ্রহণ ২৭৭
৪. ফিরিঙ্গিদের বিরুদ্ধে অব্যাহত যুদ্ধের সূচনা ২৭৮
৫. বলপ্রয়োগে যা অর্জন সম্ভব নয় তা অর্জনে নম্রতা, কোমলতা ও কৌশলের আশ্রয় নেওয়া ২৮১
৬. নুরুদ্দিনের সামরিক কৌশল ২৮১
৭. যুদ্ধের মৌলিক নীতিমালা বাস্তবায়ন ২৮৫
৮. নুরুদ্দিনের মতে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ ২৯১
৯. সামরিক কৃতিত্বসমূহ ২৯৩
১০. ফিরিঙ্গি ও জায়োনিস্টযুদ্ধে উপকরণগত সাদৃশ্য ২৯৩
১১. ক্রুসেড ও জায়োনিস্ট দখলদারির মধ্যে লক্ষ্যগত সাদৃশ্য ২৯৪
১২. ক্রুসেড ও জায়নবাদী দখলদারত্বের ধরনগত সাদৃশ্য ২৯৬

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ফাতিমি সাম্রাজ্যের সঙ্গে নুরুদ্দিন জিনকির আচরণ ৩০১

এক : ইসমাইলি-শিয়া ও ফাতিমি সাম্রাজ্যের ভিত্তি ৩০১
১. ফাতিমি সাম্রাজ্যের প্রথম খলিফা উবায়দুল্লাহ মাহদি ৩০২
২. উত্তর-আফ্রিকায় উবায়দিদের অপরাধসমূহ ৩০৩
৩. ফাতিমি-উবায়দিদের মোকাবিলায় অনুসৃত পন্থাসমূহ ৩১০
৪. আল মুয়িজ লি-দিনিল্লাহ আল ফাতিমির পরিচয় ও মিসর গমন ৩১৮
৫. উত্তর-আফ্রিকায় ফাতিমি সাম্রাজ্যের পতন ৩১৯
৬. ইরাকে বাতিনি রাফিজি-শিয়া মতবাদ রুখতে সেলজুকদের প্রচেষ্টা ৩২১
৭. নিজামিয়া মাদরাসা : সুন্নি মতবাদের পুনর্জীবন দান ও শিয়া মতবাদ রোধে ভূমিকা ৩২৪
৮. বাতিনি-শিয়াদের খণ্ডনে ইমাম গাজালির ভূমিকা ৩২৭

দুই : নুরুদ্দিন জিনকির মিসর অভিযান ৩২৯
১. নুরুদ্দিনের মিসর জয়ের কারণসমূহ ৩৩০
২. ৫৫৯ হিজরিতে নুরুদ্দিন জিনকির প্রথম অভিযান ৩৩২
৩. মিসরে আমালরিকের দ্বিতীয় অভিযান ৩৩৪
৪. নুরুদ্দিন জিনকির দ্বিতীয় অভিযান ৩৩৬
৫. মিসরে আমালরিকের তৃতীয় অভিযান ও ক্রুসেডার-ফাতিমি সমঝোতা ৩৩৭
৬. মিসরে নুরুদ্দিনের তৃতীয় অভিযান ৩৪২
তিন : সালাহুদ্দিনের উজিরপদ ও অবদান ৩৪৫
১. মুতামিনুল খিলাফাহর ষড়যন্ত্র ৩৪৬
২. সুদানিদের বিদ্রোহ ৩৪৭
৩. আরমেনীয়দের দমন ৩৪৮
৪. সেনাদের সুসংহত করতে সালাহুদ্দিনের মনোনিবেশ ৩৪৮
চার : বাইজেন্টাইন ও ক্রুসেডারদের যৌথ-আক্রমণ মোকাবিলা ও দিমইয়াত অবরোধ ৩৫০
১. দিমইয়াত আক্রমণ বিফল হওয়ার কারণ ৩৫১
২. দিমইয়াত আক্রমণের ফলাফল ৩৫৩
৩. নাজমুদ্দিন আইয়ুবের মিসর যাত্রা ৩৫৪
পাঁচ : ফাতিমি-উবায়দি খিলাফতের বিলুপ্তি ৩৫৬
১. ফাতিমি খলিফার নামে খুতবা বাতিল করা ৩৫৭
২. আল আজিদের মৃত্যু (৫৬৭ হিজরি) ৩৫৯
৩. ফাতিমি সাম্রাজ্যের পতনে মুসলিমদের আনন্দ ৩৫৯
৪. মিসরে ফাতিমি সাম্রাজ্যের পতন থেকে শিক্ষা ৩৬০
ছয় : ফাতিমি সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার অপচেষ্টা রোধ ৩৬১
১. কবি উমারা ইবনু আলি ইয়ামেনি ৩৬৭
২. আলেকজান্দ্রিয়া অবরোধ ৩৬৮
৩. কানজুদ্দৌলাহর ষড়যন্ত্র ৩৭০
সাত : ফাতিমি মতবাদ ও ঐতিহ্য উৎখাতে সালাহুদ্দিনের পদক্ষেপ ৩৭১
১. খলিফা আল আজিদের মানহানি ৩৭১
২. ফাতিমি খিলাফতের প্রাসাদের মর্যাদা হ্রাস করা ৩৭২
৩. আল আজহার থেকে ফাতিমিদের নামে খুতবা বাতিল ও ফাতিমি চিন্তাধারার পাঠদান বন্ধ করা ৩৭২
৪. শিয়াদের গ্রন্থসম্ভার ধ্বংস করা ৩৭৩
৫. ফাতিমিদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ বাতিল করা ৩৭৪
৬. ফাতিমি নিদর্শনাবলি ও মুদ্রা নিশ্চিহ্নকরণ ৩৭৪
৭. ফাতিমি-পরিবারের সদস্যদের রক্ষণাবেক্ষণ ৩৭৫

৮. ফাতিমিদের রাজধানীর শক্তি খর্ব করা ৩৭৫
৯. নবি-বংশোদ্ভূত হওয়ার ব্যাপারে ফাতিমিদের মিথ্যা দাবি খণ্ডন ও আইয়ুবিদের উত্থান ৩৭৫
১০. শাম ও ইয়ামেনে অবশিষ্ট শিয়াদের ওপর লাগাতার আক্রমণ ৩৭৬
আট : নুরুদ্দিন জিনকির শাসনামলে সালাহুদ্দিনের বিজয়ধারা ৩৮০
১. পূর্ব মাগরিব-মরক্কো অন্তর্ভুক্তকরণ ৩৮০
২. ইয়ামেন অন্তর্ভুক্তকরণ ৩৮০
৩. নুবিয়া (Nubia) বিজয় ৩৮১
নয় : সালাহুদ্দিন ও নুরুদ্দিনের মধ্যে বিরোধের রহস্য ৩৮২
১. ইবনু আবি তাই ৩৮২
২. ইবনুল আসির ৩৮৩
৩. সালাহুদ্দিনের সসৈন্যে শামের উদ্দেশে যাত্রায় বাধ্য হওয়া ও মনিব নুরুদ্দিনের শাসনাঞ্চল মিসরের সঙ্গে যুক্ত করা প্রসঙ্গ ৩৮৩
দশ : নুরুদ্দিন মাহমুদের ইনতিকাল ৩৮৮
সারসংক্ষেপ **৩৯০**

দ্বিতীয় অধ্যায়

নুরুদ্দিন জিনকির শাসনামল ও অভ্যন্তরীণ রাজনীতি

- সভ্যতার জাগরণে শিক্ষাদীক্ষার ভূমিকা
- শায়খ জিলানির দাওয়াত ও সমাজসংস্কারমূলক কার্যক্রম

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সভ্যতার জাগরণে শিক্ষাদীক্ষার ভূমিকা

উম্মাহর জাগরণ ও পরিবর্তনের তত্ত্ব বিশ্লেষকরা এ ব্যাপারে একমত যে, উম্মাহর সম্মান ও শক্তির উৎস হচ্ছে কুরআন-সুন্নাহর অনুসৃত পথে জীবন পরিচালনা করা, দীনের ভিত ও ভিত্তিকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরা, জীবনের সব অঙ্গনে ধর্মীয় আচার-নীতিকে প্রাধান্য দেওয়া। উম্মাহর প্রথম প্রজন্ম ইসলামি আকিদার শক্তিবলেই শত্রুর ওপর বিজয়ী হয়েছিল। অতএব, এই জাতির শক্তি ও সামর্থ্য, বিজয় ও সাহায্য নির্ভর করে একনিষ্ঠ তাওহিদের আকিদা অবলম্বন ও সে অনুযায়ী আমলের ওপর। আকিদার বিচ্যুতি ঘটলে, ইসলামের সরল পথ থেকে সরে গেলে, শত্রুর সহজ শিকারে পরিণত হবে—এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। ইতিহাসের পরতে পরতে ক্রুসেডারদের হামলার সামনে মুসলমানদের যত পরাজয় ঘটেছে, সবকটির নেপথ্য-কারণ ছিল উম্মাহর আকিদাগত বিচ্যুতি এবং নষ্ট চিন্তার অনিবার্য ফল।

আল্লাহ তাআলা নুরুদ্দিন মাহমুদ জিনকির মতো ব্যক্তিদের হৃদয়ে উম্মাহর বিজয় ও সাফল্য অর্জনে সহিহ আকিদার গুরুত্ব অনুধাবনের শক্তি ঢেলে দিয়েছিলেন। জিনকিরা বুঝতে পেরেছিলেন, শিক্ষাহীন কোনো জাতি তার সভ্যতা ও সংস্কৃতির লড়াইয়ে কখনো বিপক্ষশক্তির স্রোতে টিকে থাকতে পারে না। শিক্ষাহীন জাতি মানেই হচ্ছে মেরুদণ্ডহীন পালের ভেড়া; লাগামহীন ছোটাছুটি ছাড়া যারা আর কিছুই বোঝে না। কোনো শক্তির ওপর তাদের ভিত কখনো স্থাপিত হয় না। ফলে উম্মাহর প্রথম প্রজন্মের সংস্কার ও পরিবর্তন-আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল মানবহৃদয়ে আকিদার ভিত্তি পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে, মুসলমানদের হৃদয়ে আকিদার নবায়ন ঘটিয়ে বিশুদ্ধ তাওহিদবাদী মুসলিম সত্তা নবগঠনের মাধ্যমে, মুসলিমসমাজের মনোজগত ও মস্তিষ্কে জেঁকে বসা নানা বিদআত-কুসংস্কার ও ভ্রান্ত আকিদার বিভ্রান্তির জড় উপড়ে ফেলে।

এ জন্য মুসলিমসমাজে বিশুদ্ধ আকিদার প্রচার-প্রসার, ইসলামের স্বচ্ছ ও অনুপম শিক্ষা তাদের দৈনন্দিন প্রায়োগিক জীবনে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রথমেই জিনকিরা বিভিন্ন মসজিদ-মাদরাসা গড়ে তোলার কাজ হাতে নেন। এসব প্রতিষ্ঠানই ছিল তাঁদের দীন

শেখার অন্যতম পাঠশালা। এসব শিক্ষাঙ্গনে তখন পড়াতেন সময়ের শ্রেষ্ঠ ও উম্মাহর নির্বাচিত আদর্শ চিন্তাবিদরা। তবে এসব কাজ বাস্তবায়নে বার বার তাঁদের ইসলামি আকিদা বিনষ্টকারী বাতিনি শক্তির চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছে।[১]

সুন্নিপন্থি সেলজুক সাম্রাজ্যের হাতেই সূচনা হয় এই পরিবর্তন ও সংস্কার-আন্দোলন; সেলজুকরাই বাগদাদে আব্বাসি খলিফাকে শিয়া ও রাফিজিপন্থি বাতিনিদের লাঞ্ছনা ও বন্দিত্ব থেকে উদ্ধারের জন্য ছুটে এসেছিলেন; যখন শিয়া ও রাফিজিপন্থি জেনারেল বাসাসিরি কর্তৃক ফাতিমি সাম্রাজ্যের পরিচালিত তুমুল আন্দোলন ও বিপ্লব ঘটে। আল্লাহ সুন্নিপন্থি সেলজুক সাম্রাজ্যের নেতৃবৃন্দকে এই বুঝ ও চিন্তাশক্তি দান করেছিলেন যে, তরবারি তরবারিকে পরাজিত করতে পারে। যুক্তি যুক্তিকে খণ্ডন করতে পারে; কিন্তু কোনো আকিদা ও চিন্তাধারাকে মানবমস্তিষ্কে গাঁথতে হলে প্রয়োজন বিশুদ্ধ শিক্ষাদীক্ষা এবং আত্মশুদ্ধির পথ অনুসরণ। তরবারি কিংবা তির-ধনুকের অপ্রতিরোধ্য শক্তি এর বিকল্প হতে পারে না। বিশেষত আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতই যেহেতু একমাত্র সঠিক মাজহাব এবং রাসুলের আনীত আল্লাহর দীনের প্রতিনিধিত্বকারী, তাই প্রয়োজন বিশুদ্ধ শিক্ষাশক্তির; বাহুশক্তি নয়।

অতএব, তাঁরা এই মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান মাদরাসায়ে নিজামিয়া। মাদরাসায়ে নিজামিয়া মূলত নামকরণ করা হয় সেলজুক সাম্রাজ্যের প্রধান উজির নিজামুল মুলকের নামানুসারে। নিজামুল মুলকের জীবনী ও তাঁর মাদরাসায়ে নিজামিয়া সম্পর্কে আমি *সেলজুক সাম্রাজ্যের ইতিহাস* গ্রন্থে সবিস্তার আলোচনা করেছি।

নিজামুল মুলকের পাশাপাশি আরও অসংখ্য ব্যক্তি ছিলেন, যাঁরা প্রশাসনিক দপ্তর, সেনাবাহিনী, আদালত এবং বাজারমূল্য নির্ধারণ-দপ্তরের দায়িত্ব পরিচালনা করতেন। ইমাম জুআইনি, আবু ইসহাক সিরাজি, আবুল কাসিম কুশাইরি এবং ইমাম গাজালির মতো অন্যান্য শীর্ষ ব্যক্তি মাদরাসায়ে নিজামিয়া পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

সেলজুক সাম্রাজ্য ও এর মহান ব্যক্তিত্বরা মুসলিম ভূখণ্ডের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে থাকা ফাতিমি-বাতিনি শক্তির ষড়যন্ত্র ও ভয়াবহ বিপদের শিকার হয়েছিলেন বার বার; কিন্তু রাফিজি-ফাতিমি-বাতিনিদের এই ভয়াবহ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় উম্মাহকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে আলপ আরসালানদের মতো সেলজুক সুলতান ও আলিমগণের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত এসব মাদরাসায়ে নিজামিয়া অত্যন্ত সফল ও কার্যকর ভূমিকা রেখেছিল। পরবর্তী নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিরা, নিষ্ঠাবান আলিমসমাজও মাদরাসায়ে নিজামিয়ার অঙ্কিত পথেই কদম রেখেছেন। তাঁদের সামনে নির্ঝঞ্ঝাট চলার

[১] *আত তারিকা গায়রুল জিহাদি লি তাহরিরিল কুদস* : ৩২০।

পথ সুগম করেছেন। এত কিছুর পেছনে অবদান ছিল মাদরাসায়ে নিজামিয়া নামক এই ফলবান বৃক্ষের; যার ছায়া ও কল্যাণ ব্যাপৃত হয়েছিল গোটা উম্মাহব্যাপী; যার শাখাপ্রশাখা ডানা মেলেছিল দশ দিগন্তজুড়ে।[৯]

ইমাম গাজালির সংস্কার-আন্দোলন সম্পর্কে শিয়া-রাফিজি-বাতিনিদের চক্রান্ত ও আগ্রাসন প্রতিরোধে তাঁর অসামান্য অবদান নিয়ে সেলজুক সাম্রাজ্য নিয়ে আমার লিখিত গ্রন্থে আলোচনা করেছি। সামনে সুন্নাহর পুনর্জীবন ও উম্মাহর জাগরণে সুন্নাহভিত্তিক সুফিবাদের পথ নির্ণয়ে, সামাজিক সংস্কার ও নবায়নে এবং উম্মাহকে জিহাদের ময়দানে প্রস্তুতকরণে মাদরাসায়ে কাদিরিয়া ও এর প্রতিষ্ঠাতা শায়খ জিলানি রাহ.-এর অবদান ও কৃতিত্ব নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

নুরুদ্দিন জিনকি যখন রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে নেন, তখন প্রচুর পরিমাণে তাঁর পূর্ববর্তীদের রেখে যাওয়া ইলমি ও আমলি উত্তরাধিকার থেকে তিনি উপকৃত হন। তাঁর সাম্রাজ্য এ কথা যথার্থভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিল যে, আকিদা ও সংস্কৃতি, আদর্শ ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সর্বজনীন পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি গঠনে শিক্ষাই হচ্ছে মৌল ও মৌলিক একমাত্র ভিত্তি। মানুষই হচ্ছে সেই অমূল্য খনি, যার মূল্য নির্ধারণ করা যায় না।

অতএব, রাষ্ট্রযন্ত্রের মৌলিক চিন্তাভাবনায় মানুষই হয়ে উঠেছিল তার প্রধানতম গুরুত্বের জায়গা ও ক্ষেত্র। ফলে নানারকম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান—যেমন : স্কুল-বিদ্যালয়, কুরআন-হাদিসচর্চার মজলিস ও বৈঠকশালা প্রতিষ্ঠায় তাঁর রাষ্ট্র বিশেষ মনোযোগী হয়েছিল। জাতির নবগঠন ও সংস্কারে, সজাগ ও সচেতনকরণে, ভয়াবহ বিপদ ও প্রতিকূল অবস্থায় জাতির ঐক্য বিনির্মাণে, অভ্যন্তরীণ বাতিনি অপশক্তির চ্যালেঞ্জ রুখে দিতে এবং ক্রুসেডার বহিঃশত্রু দমনে এই উম্মাহ যেন বিশেষ অবদান ও ভূমিকা রাখতে পারে, সে জন্য তাঁরা মসজিদের প্রকৃত বার্তার পুনর্জাগরণ ঘটিয়েছিলেন।

শিক্ষা-কার্যক্রম ও আমলি মানহাজের তদারকির জন্য তাঁর রাষ্ট্র গঠন করেছিল একটি উচ্চ পর্যবেক্ষণ-বোর্ড। এ বোর্ডের অধীনে ছিলেন বিশিষ্ট গবেষক ও বিশ্লেষক, কূটনীতিবিদ, নিষ্ঠাবান বিজ্ঞ আলিম, সেনাপ্রধান, অফিসার, ফকিহ ও আধ্যাত্মিক রাহবারদের এক বিশেষ জামাআত। নুরুদ্দিন ছিলেন এই উচ্চ বোর্ডের অন্যতম সদস্য। তিনি প্রধান ও জনকল্যাণমূলক পরিকল্পনা তত্ত্বাবধান করতেন। ইসলামের স্বার্থ রক্ষা ও এর কল্যাণ বাস্তবায়নে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলিমদের সঙ্গে আলোচনা-পর্যালোচনা করতেন। উম্মাহকে সালাফে সালিহিনের পথে নতুন করে গঠন ও বিনির্মাণে অত্যাবশ্যক অনুসরণীয় জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন ও সমন্বয়ে কাজ করত এই উচ্চ বোর্ড।

[৯] *লা তারিকা ইল্লা জিহাদ* : ৩২২।

ফলে ইসলামি শিক্ষা গোটা সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে দিতে শত শত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনের কথা তাঁরা ঘোষণা করেছিলেন অত্যন্ত জোরালোভাবে। অনুরূপ আত্মশুদ্ধির উন্নয়নে, উন্নত চরিত্রে মানুষদের নবায়নে, মন্দচারিতার কদর্যতা থেকে মানবাত্মাকে পরিশুদ্ধের মহান কাজ বাস্তবায়নে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন শত শত মসজিদ প্রতিষ্ঠার। মাদরাসা-মসজিদ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে মাদরাসায়ে গাজালি ও কাদিরির নির্বাচিত ছাত্রদের থেকে হাজার হাজার আলিম, প্রসিদ্ধ পির-মাশায়িখকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন।[৩]

নুরুদ্দিনের সাম্রাজ্যে শিক্ষাব্যবস্থা শুধু পাঠদানে সীমাবদ্ধ ছিল না, যার উদ্দেশ্য কেবলই শিক্ষক ও কর্মচারীদের সমাগম ঘটানো; বরং এই শিক্ষা-কার্যক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, ইসলামি আকিদার তৎপরতা বাড়ানো, যার মাধ্যমে ইসলামের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং প্রতিনিয়ত ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সংগতি রেখে মুসলিম জনসাধারণকে নতুন ছাঁচে গড়ে তোলা।

বিভিন্ন মাদরাসা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণে উজির ও বিত্তশালীদের পাশাপাশি সাধারণ মুসলিম নারী-পুরুষের অর্থায়নের প্রতিযোগিতা ছিল চোখে পড়ার মতো। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতি তাঁদের এই স্বেচ্ছাদান-কর্মসূচির মাধ্যমে জিনকি সাম্রাজ্যের এই সর্বজনীন শিক্ষা-কার্যক্রমের ব্যাপক তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। এসব প্রতিষ্ঠানে সর্বশ্রেণির নাগরিকের শিক্ষাগ্রহণের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা ছিল। সবাই লাভ করত সমান অধিকার।[৪]

কৃষক-শ্রমিক, দিনমজুর, ছোট-বড় সর্বশ্রেণির শিক্ষার্জনে জিনকি সাম্রাজ্য গুরুত্বারোপ করেছিল। দীনের মৌলিক আকিদা ও রুকন, ইসলামি নীতি ও মূল্যবোধ শিক্ষাদানে তাঁদের এই শিক্ষাদান-কর্মসূচি ব্যাপক কাজ করেছিল। এমনিভাবে বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদ ও দল—যেমন : বাতিনি-ইসমাইলিয়া, শিয়া ইমামিয়া ও সামন্তবাদ থেকে জনসাধারণকে মুক্ত করতে অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিল। ব্যক্তি, সমাজ ও উম্মাহকে তাদের ভয়াবহ ক্ষতি ও বিপদ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দিতে সক্ষম হয়েছিল। নানা সংকট ও দুর্যোগ থেকে উম্মাহর মুক্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে সালাফে সালিহিনের পথে চলা এবং দীনের প্রাণসত্তায় প্রত্যাবর্তন করা ছাড়া সফলতা অর্জন সম্ভব নয়। অনর্থক দর্শন ও ফালসাফা, বিতর্কিত যৌক্তিক আলোচনা এড়িয়ে প্রকৃত দীনে উম্মাহকে ফিরে আসার আহ্বান তাঁরা অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীনভাবে করেছিলেন।

আকিদা ও আমলের ক্ষেত্রে জিনকি সাম্রাজ্য ইসলামকে অনুসরণ করত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত ও বার্তা পৌঁছাতে কুরআনের নির্দেশিত

[৩] প্রাগুক্ত : ৩৩৪।

[৪] *হাকাজা জহারা জায়লু সালাহুদ্দিন* : ২৫৭।

প্রজ্ঞা, নীতিমালা ও উৎকৃষ্ট নসিহাকে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। বিচ্যুত সুফিদের মতো দার্শনিক ও নানা মতাদর্শের ব্যক্তির পাশাপাশি বাতিনি-ইসমাইলিদের ভ্রান্ত চিন্তাধারা থেকে জনসাধারণকে বের করে এনে সঠিক পথপ্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর এ জাতীয় সংস্কার ও দাওয়াতি কাজের ব্যাপকতা বাড়াতে বিভিন্ন শায়খের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অসংখ্য খানকা ও নিভৃতগাহ। তাঁদের এই মহান কাজ চালিয়ে নিতে রাষ্ট্রীয়ভাবে অর্থায়নও করা হতো। নানারকম হাদিয়া ও উপহারে তাঁদের সম্মানিত করা হতো। এ জন্য পরবর্তীকালে সুফিবাদ বাতিনি চিন্তাধারা থেকে মুক্ত হয়ে আহলুস সুন্নাতের মানহাজে ইসলামি শিষ্টাচার ও তারবিয়াত প্রচার-প্রসারে ব্যাপক অবদান রাখে। পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় উচ্চ বোর্ডের অধীনে রাষ্ট্রের সাধারণ নিয়ম মোতাবিক মসজিদ-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামি তাহজিব-তামাদ্দুন, শিক্ষাদীক্ষা ও পথনির্দেশনায় এই অঙ্গনে সুফিবাদ বিশেষ অবদান রাখে।

সর্বপ্রকার জিহাদের জন্য উম্মাহকে প্রস্তুতকরণে ইসলামি শিক্ষা রাষ্ট্রীয়ভাবে অত্যন্ত পরিচর্যা ও সমাদর পেয়েছিল তখন। তাই জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জিহাদের প্রস্তুতি, আত্মশুদ্ধি ও মুজাহাদা, জানমাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করা, সর্বশ্রেণির মানুষকে রণাঙ্গনে লড়ার মতো যোগ্য করে গড়ে তোলা, সামরিক প্রশিক্ষণে পারঙ্গমতা বজায় রাখতে এই ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা তাঁদের ব্যাপক অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল।[৪]

এ পর্যায়ে আমরা জিনকি সাম্রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার কিছু ধাপ ও পরিভাষা নিয়ে আলোচনা করব।

এক. শিক্ষকদের স্তর ও উপাধি

১. মকতব শ্রেণির শিক্ষক

জিনকি শাসনামলে তরুণ প্রজন্মের শিক্ষকদের বলা হতো মুআল্লিম বা মুআদ্দিব। ওই সময়ের মকতব শ্রেণির শিক্ষক আমাদের সময়ে ইবতিদায়ি বা প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের পর্যায়ের ছিলেন। কেননা, তাঁরা শিশুদের প্রাথমিক মৌলিক শিক্ষাদানের জন্য নিযুক্ত হতেন। শিশুদের তারবিয়াত ও পথনির্দেশনা এবং পরবর্তী উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষার জন্য সার্বিক তত্ত্বাবধান করতেন তাঁরা। জিনকি সুলতানগণ শিক্ষাব্যবস্থার এ স্তরটায় বেশ গুরুত্ব দিতেন। এই স্তরের শিক্ষদের অত্যন্ত সম্মান ও সমীহ করতেন। তাঁদের স্বচ্ছল জীবনযাপনের জন্য সম্মানজনক ভাতা নির্ধারণ করতেন, যেন সর্বাধুনিক পদ্ধতিতে নির্বিঘ্নে তাঁরা এই কার্যক্রম আনজাম দিতে পারেন।

[৪] *লা তারিকা গায়রুল জিহাদ* : ৩৩৫।

শিক্ষাদানের এই প্রথম ভিত যেন মজবুত হয়, রাষ্ট্রের প্রণীত সঠিক কারিকুলামে এর কার্যক্রম যেন অব্যাহত থাকে, শিক্ষার সুমহান কর্তব্য ও বার্তা যেন মানুষের দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে যায়, সে জন্যই মূলত তাঁদের জন্য এই সম্মানজনক ভাতার বন্দোবস্ত থাকত। রাষ্ট্রের প্রণীত কারিকুলাম ছিল, শৈশবেই শিশুদের এমনভাবে গড়ে তোলা যে, তারা যেন বিশুদ্ধ ইসলামি আকিদা, সুস্থ ধারার চিন্তাশক্তি এবং ইসলামি অনুশাসন ও দিকনির্দেশনা মোতাবিক প্রভাবিত হয়ে সমাজে তাদের অবস্থান তৈরি করে নিতে পারে, ভবিষ্যতে তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বগুলো সঠিকভাবে রাষ্ট্রীয় নীতির আলোকে পালন করতে পারে।[৬]

শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য মুআল্লিমের মধ্যে নিম্নোক্ত গুণ থাকা ছিল আবশ্যক

১. কুরআনের হাফিজ হতে হবে।

২. ভাষা সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান থাকতে হবে।

৩. গণিত ও হস্তলিপির মৌলিক নিয়মকানুন যথাযথ জানা থাকতে হবে।[৭]

এমনিভাবে তাঁদের মধ্যে চারিত্রিক অনেক বৈশিষ্ট্যের শর্তারোপও করা হতো। কেননা, শিক্ষকের মধ্যে যত উৎকৃষ্ট ও উন্নত প্রশংসনীয় গুণাবলি থাকবে, শিশুদের মধ্যে ততবেশি উত্তম চরিত্র ও আদব-শিষ্টাচার সুশোভিত হবে। এ প্রসঙ্গে ইমাম গাজালি (মৃত্যু ৫০৫ হিজরি—১১১২ খ্রিষ্টাব্দ) বলেন, ছাত্রের মধ্যে উত্তম গুণাবলির বিকাশ ঘটে উসতাজের মধ্যে থাকা গুণাবলির আলোকে। কেননা, ছাত্রদের দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি সার্বক্ষণিক নিবদ্ধ থাকে উসতাজের দিকে। উসতাজ যদি কোনোকিছুকে উত্তম বলে প্রকাশ করেন, সেটা তাদের কাছেও উত্তম ও কল্যাণকর বলে বিবেচিত হয়। যদি খারাপ বা অনুচিত বলে মনে করেন, তাহলে ছাত্রদের কাছেও সেটা মন্দ ও পরিহারযোগ্য মনে হয়।[৮]

এমনিভাবে দায়িত্বশীল মুরুব্বিগণ শিক্ষকদের প্রতি এই শর্তও জুড়ে দিতেন—শিশুদের মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণসূচক আচরণ করতে হবে; যেন ধনী-গরিব সবার সন্তান সমানাধিকার ও যত্নের সঙ্গে লেখাপড়া এবং আদব-শিষ্টাচার শিখতে পারে। তা ছাড়া তাকওয়া ও সচ্চরিত্রবান হওয়ার শর্ত তো থাকত আরও জোরালোভাবে। তবে মকতবের শিক্ষক একটু বয়স্ক হওয়া মুরুব্বিদের কাছে অত্যধিক পছন্দনীয় ছিল।[৯]

জিনকি শাসনামলে শিষ্টাচার ও পাঠদানে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন শায়খ আলি ইবনু

[৬] *আল-হায়াতুল ইলমিয়া ফিল আহদিল জিনকি* : ১৬৬।

[৭] *মাদখালুশ শারইশ শারিফি আলাল মাজাহিবিল আরবাআ* : ২/৩১৭।

[৮] ইহইয়াউ উলুমিদ দীন : ১/৬৩-৬৪।

[৯] *আল-হায়াতুল ইলমিয়া ফিল আহদিল জিনকি* : ১৬৭।

মানসুর সুরুজি (মৃত্যু ৫৭২ হিজরি—১১৭৬ খ্রিষ্টাব্দ), যিনি হস্তলিপি ও সাহিত্যে খ্যাতিমান ব্যক্তি হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। সুলতান ইমাদুদ্দিন জিনকি তাঁর সন্তানদের শিক্ষা ও শিষ্টাচার শেখাতে রাজমহলে তাঁকে আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন।

মকতবের শিক্ষকরা যেন নির্বিঘ্নে তাঁদের পাঠদান চালিয়ে যেতে পারেন এবং এই মহান পেশায় মানুষ আগ্রহের সঙ্গে অংশ নেয়, সে জন্য তাঁদের অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত রাখতে ওয়াকফকারীরা তাদের ওয়াকফকৃত মকতবের পাশাপাশি অনেক স্থাবর সম্পত্তিও দান করতেন। আর সেই ওয়াকফকৃত সম্পত্তির আয় থেকে তাঁদের জন্য মাসিক সম্মানজনক ও পর্যাপ্ত বেতন-ভাতার ব্যবস্থা করা হতো।[১০]

আবু শামা নুরুদ্দিন জিনকি সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, তিনি তাঁর দেশে অসংখ্য মকতব প্রতিষ্ঠা করেছেন। শিক্ষক ও ছোট ছোট ছাত্রের জন্য বেতন-ভাতা চালু করেছেন।[১১] তাঁর এই জাগতিক ও মানসিক উৎসাহে প্রশান্তচিত্তে শিক্ষকতার পেশায় অসংখ্য শিক্ষক যোগ দিয়েছিলেন।

২. মুদাররিসগণ

জিনকি শাসনামলের শিক্ষাব্যবস্থা আধুনিক যুগের শিক্ষাব্যবস্থার চেয়ে মান ও কাঠামোগত দিক থেকে কোনো অংশেই কম ছিল না। সে সময়ের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল এমন—প্রত্যেকটা বিদ্যালয়ের জন্য নির্দিষ্টসংখ্যক এক বা একাধিক বিষয়ের দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষক থাকতেন। তাঁদের পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য একজন পর্যবেক্ষক নিযুক্ত থাকতেন; তাঁকে বলা হতো 'নাজিরুল মাদরাসা' বা বিদ্যালয় পর্যবেক্ষক। একজন নাজিরুল মাদরাসা হতে অবশ্যই তাঁকে নির্বাচিত ও প্রসিদ্ধ মুদাররিস হতে হতো। রচনা ও পাঠদানের ময়দানে ইলমি যোগ্যতায় থাকতে হতো সবার শীর্ষে। জিনকি সাম্রাজ্য ও তাঁদের পরবর্তী অনুসারীরা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষাকারিকুলাম প্রণয়নে তাঁদের শিক্ষাকেন্দ্রের জন্য সেরা ও শীর্ষ আলিমদের নির্বাচন করতেন। আলিমসমাজে ইলমি যোগ্যতা ও সুনাম-সুখ্যাতিতে পরিচিত বিজ্ঞ আলিমদের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আমন্ত্রণ করে আনতেও আগ্রহের কমতি দেখাতেন না তাঁরা। রাষ্ট্রের ধর্মীয় নীতি মোতাবিক সুস্থ আকিদার মুদাররিস চয়নেও ছিলেন বেশ সচেতন ও আগ্রহী।

জিনকি শাসনামলে মুদাররিসরা বেতন গ্রহণ করতেন; আর এসব বেতন-ভাতা দেওয়া হতো মাদরাসার জন্য ওয়াকফকৃত সম্পদের আয় থেকে। বিদ্যালয়ের জন্য ওয়াকফকৃত সম্পদের মাসিক ও বার্ষিক আয়ের পরিমাণের সঙ্গে সংগতি রেখে নির্ধারণ করা হতো

[১০] আল-*হায়াতিল ইলমিয়্যা ফিল আহদিল জিনকি সূত্রে মিরআতুজ জামান* : ১৬৮।

[১১] প্রাগুক্ত সূত্রে *কিতাবুর রাওজাতাইন* : ১৬৯।